CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-137 ■ 23 February, 2025 ■ আগরতলা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১০ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গত অর্থবছরে রাজ্যে জিএসটি সংগ্রহ ৫১০ কোটির উপরে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু হওয়ার পর থেকে দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে রাজ্যেও জিএসটি সংগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে জিএসটি সংগ্রহ ৫১০ কোটি টাকার উপরে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি সেটেলমেন্টও ১ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। সরকারের কার্যকর নীতি, দক্ষ প্রশাসন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন আয়োজিত জিএসটি সচেতনতামূলক অভিযানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ত্রিপুরা রোড ডেভেলপমেন্ট সেস চালু করা হয়েছিল, যা রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই সেস সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২৭.৭৫ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে ৩৭৪.৫২ কোটি টাকা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, এআই ভিত্তিক অ্যানালিটিক টুল চালুর ফলে জিএসটিতে জালিয়াতি সনাক্তকরণ অনেক ক্ষেত্রে সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি ট্যাক্স ইন্টিলিজেন্স ইউনিট এখন সন্দেহজনক কার্যক্রম যেমন ভূয়া নিবন্ধন ও সার্কুলার ট্রেডিং-এর উপর সক্রিয়ভাবে নজরদারি রাখছে। কর দপ্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব ট্যাক্সেস, স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার এবং প্রোগ্রামারের মতো নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে করদাতাদের ট্যাক্স ফাইলিং করা সহজতর হবে। তাছাড়া চ্যাটবট সুবিধা চালুর ফলে করদাতা, আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক অভিযানে আসাম রাইফেলসের সাফল্য

দশ কোটির গাঁজা ও এক কোটির সোনা সহ ৪ জন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং কাস্টমস বিভাগ নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। আসাম রাইফেলসের যৌথ অভিযানে ২২৮৬.৯ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকা হবে। সাথে দুই নেশাকারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।

এদিন বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিজয়নগর এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত রয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ২২৮৬.৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১০.২৯ কোটি টাকা হবে। সাথে ফলে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জব্দকৃত মাদকদ্রব্য এবং আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।তাছাড়া, সফল নিষেধাজ্ঞা সীমান্ত এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আসাম রাইফেলসের নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস। অভিযানে ১.১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করে।

যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১.০২ কোটি টাকা হবে। সাথে দুইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আসাম রাইফেলস পাচারকাজে ব্যাপক আঘাত হানে। এক দিনে দুটি অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে ১.০২ কোটি টাকার মূল্যে ১.১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি, আরেকটি ১০.২ কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় লস্কর চৌমুহনী এলাকায় ওই দূর্ঘটনায় স্থানীয়রা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় লস্কর চৌমুহনী এলাকায় একটি গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বাইক চালক মকবুল হোসেন। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে যুব অধিবেশনে

রাজ্যের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হল ডি.ওয়াই.এফ.আই রাজ্য কমিটির দুই দিনের বিশেষ বর্ধিত অধিবেশন। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির অডিটোরিয়ামে এই সভায় রাজ্যের ৯০ জন যুব নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনের শুরুতে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

যুব আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী নিজের

বক্তব্যে বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণের বিরুদ্ধে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, যার ফলে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। তিনি আরও বলেন,সরকার ধর্ম, জাতপাতের মাধ্যমে বিভাজন সৃষ্টি করছে এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

জীতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন, রাজ্যের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে ট্রিপল ইঞ্জিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ওয়াইটিএফ-র প্লেনারি অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মথার যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ-র প্লেনারি অধিবেশনে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন ওয়াইটিএফ-র নেতৃত্বরা। তাঁদের সাফ কথা, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড সহ নানা ইস্যুতে লড়াই জোরদার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া জুড়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট, অভিযোগ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। গোটা বিলোনিয়া জুড়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। তিনি বলেন, বিলোনীয়ার শহর এবং গ্রাম সর্বত্র তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। বিলোনীয়া পুরসভার অনেকে এখনো পানীয় জলের সংযোগ এখনো পায়নি। পুর সভায় যাদের পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে তারা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছে না। বিগত বাম সরকারের আমলে পুরসভায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য মূহুরী নদীতে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করে দুইবেলা শহর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হত। গত কয়েক মাস আগের বন্যায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এখনো পর্যন্ত মেরামতের উদ্যোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, দুই বেলা পানীয় জল সরবরাহ করা তো দূর অস্ত এক বেলাও পর্যাপ্ত পানীয় জল পুর বাসীরা পাচ্ছে না। পুরবাসীরা জলকর দিয়েও পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে, বিলোনীয়া পুরসভা নিজেদের দ্বায়িত্ব পালনে নাগরিকদের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি পানীয় দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার দের সাথে কথা বলেছেন,বিধায়ক বিধানসভায় বিলোনীয়া জুড়ে তীব্র পানীয় জলের সংকটের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন কিন্তু দপ্তর এখনো পর্যন্ত নির্বিকার।

রাস্তা ও জলের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় জনতার রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ভোটে জয়ী হয়ে এলাকাবাসীর সাথে প্রতারণা করেছেন শাসক দলের নেতারা, এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। চুরাইবাড়ি স্থিত পূর্ব পঞ্চায়েতের অধীন ভৈরবপাড়া এলাকায় স্থানীয়দের দাবি ছিল, ভোটে জয়ী হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে রাস্তা এবং জলের সমস্যা সমাধান করা হবে। কিন্তু, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। শনিবার দুপুরে এই ক্ষোভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকাবাসী। অবরোধে পুরুষ ও মহিলারা অংশ নেন এবং এতে যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে গাড়ি চালকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র বচসা সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পর তারা ভুলে গেছেন তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত বছর পর খুনের আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। অবশেষে রেজাউল হোসেন লস্কর খুনকাণ্ডে ৭ বছর পর আসামী হোসেন আহমেদকে গ্রেফতার করে এনসিসি থানার পুলিশ। আজ পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে তাকে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের জুন মাসের ৫ তারিখ ভোলানন্দ পল্লী এলাকায় রেজাউল হোসেন লস্করকে খুন করা হয়েছিল। ওই খুনকাণ্ডে ৭ বছর পর আসামী হোসেন আহমেদকে এনসিসি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাকে জয়নগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয় বলে জানান এন সি সি থানার ওসি প্রাজিৎ মালাকার।

কুল চাষে সাফল্য পেল কদমতলার নাসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের বিতরাকুল কালা গঙ্গেরপার গ্রামের যুবক নাসির উদ্দিন আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য বদলেছেন এবং কৃষিক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর সফলতার গল্প প্রমাণ করে যে, ইচ্ছা থাকলে উপায় খুঁজে পাওয়া যায়।

মাধ্যমিকের পর পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ না থাকার কারণে নাসির পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। তবে একদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুল চাষের ব্যাপারে জানতে পেরে, নতুন এক স্বপ্ন দেখেন এবং কৃষিক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

২০১৯ সালের মার্চে কলকাতা থেকে ২০০টি কুলের চারা কিনে এনে এক কানি (০.৪ একর) জমিতে রোপণ করেন। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি, মাত্র এক বছর পর তাঁর গাছগুলোতে প্রথম ফল আসে। প্রথম বছরে তিনি ছয় লাখ টাকা লাভ করেন।

মহামারি সত্ত্বেও থেমে না থেকে, পরের বছর ৮০০টি নতুন চারা সংগ্রহ করে পাঁচ কানি (প্রায় ২ একর) জমিতে কুল চাষ শুরু করেন। এর ফলে তাঁর গাছের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০০০-এ। বর্তমানে তাঁর বাৎসরিক লাভ আট থেকে নয় লাখ টাকা।

নাসির তার কুল বাড়ি থেকেই বিক্রি করেন, প্রতি কেজির দাম ১০০ টাকা। একেকটি গাছ থেকে বছরে ৩০-৪০ কেজি ফল উৎপাদিত হয়। তাঁর খামারের সুনাম এখন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ জন ক্রেতা আসেন। তিনি ইতোমধ্যে প্রায় ১২০ কুইন্টাল কুল বিক্রি করেছেন।

২০২০ সালে, কৃষি বিভাগ থেকে নাসির ১০,০০০ টাকা সহায়তা এবং খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৮,০০০ টাকা অনুদান পান। এছাড়া, সেচের সুবিধার জন্য সরকার তাঁকে পাইপও প্রদান করেছে।

বর্তমানে, কুল চাষের পাশাপাশি নাসির তাঁর বাগানে চার প্রজাতির কুল, মৌসুমি, আম এবং ড্রাগন ফল চাষ করছেন।

নিজের সফলতার পাশাপাশি, নাসির নতুন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন এবং কুল চারা ১০০ টাকা দামে বিক্রি করছেন। ইতোমধ্যে তিনি পাঁচজন কৃষকের জন্য নতুন খামার গড়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উৎসাহে ১৫ জন নতুন উদ্যোক্তা কুল চাষ শুরু করেছেন।

নাসির বর্তমানে তাঁর পরিবারসহ সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন এবং তরুণদের সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে, নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করে স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর সাফল্যের গল্পে একটাই বার্তা "ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়!"

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইং
১০ ফাল্গুন, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মেয়েরা আজও বঞ্চিত অবহেলিত

সমাজ ব্যবস্থায় এখনো মেয়েরা নানা দিক দিয়া বঞ্চিত অবহেলিত। অনাদরে অবহেলায় বহু কন্যা সন্তান হারাইয়া যাইতেছে। ভ্রূণ হত্যা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইলেও নানা কৌশলে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাহার বড় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সমাজের একটি অংশ তাহাদের প্রতি অবহেলা চালাইয়া যাইতেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই অনিহা পরিলক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে।পৌনে তিন লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ ২০১৮ সাল থেকে। এই পরিসংখ্যান চমকাইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় এক পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরেন। সেখানে তিনি কত শিশু নিখোঁজ, কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার পরিসংখ্যান দেন।স্মৃতি ইরানির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২.৪ লক্ষেরও বেশি খুঁজে পাওয়া গেছে। তিনি লোকসভায় জানান, কর্নাটকে এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে। নিখোঁজদের মধ্যে ২.১২ লক্ষেরও বেশি শিশু ছিল মেয়ে, যাহা ছেলেদের সংখ্যা ৬২ হাজারের সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। কর্নাটকে ২৭ হাজারেরও বেশি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে। লোকসভায় হিসাবে বিজেপি সাংসদ ব্রিজেন্দ্র সিং যে পরিসংখ্যান দেন, তাহা হইল-২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা। মোট নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা ছিল ২,৭৫,১২৫ জন। তাহার মধ্যে ২,১২,৮২৫ জন মেয়ে। ৬২,৬৩৭ জন ছেলে। শীর্ষে আছে মধ্যপ্রদেশ। এখানে ৬১, ১০২ জন নিখোঁজ শিশু। তাহার মধ্যে ৪৯,০২৪ জন মেয়ে ও ১২, ০৭৫ জন ছেলে নিখোঁজ। এর পরে রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে ৪৯,১২৯ জন নিখোঁজ শিশু রহিয়াছে। যাহার মধ্যে ৪১,৮০৮ জন নিখোঁজ মেয়ে এবং ৭,৩১১ জন নিখোঁজ ছেলে রহিয়াছে। কর্নাটকে ২৭,৫৩৮ জন নিখোঁজ, তালিকায় তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার রাজ্য। নিখোঁজদের মধ্যে ১৮,৮৯৩ জন মেয়ে এবং ৮,৬৩২ জন ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে।' তাহাদের মধ্যে পুনরুদ্ধারে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশে ৫৬,৯৬২ জন শিশু উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৫,১০৮ জন মেয়ে এবং ১১,৮৫০ জন ছেলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৫,৬৩৪ পুনরুদ্ধারের মধ্যে ৩৫,৮০২ জন মেয়ে এবং ৯৮১১ জন ছেলে রহিয়াছে। আর কর্নাটরে ২১,৮১৭ জন পুনরুদ্ধারের মধ্যে ১৪,৬৪৯ জন ছেলে এবং ৭১৬৩ মেয়ে রহিয়াছে। ট্র্যাকচাইল্ড নামে একটি পোর্টাল রহিয়াছে। সেখানে ''খোয়া-পায়া'' নামে একটি মডিউল রহিয়াছে। সেখানে যেকোন নাগরিক নিখোঁজ বা খোঁজ পাওয়া শিশুদের রিপোর্ট করিতে পারেন। গত বছরের জুনে, মন্ত্রক মিশন বাৎসল্যের অধীনে শিশুদের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনাগুলিকে এক জায়গায় নিয়া আসিয়া চারটি পোর্টাল চালু করিয়াছে।নিখোঁজ শিশুদের জন্য ট্র্যাকচাইল্ড, শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য কেয়ারিং, স্কিমটি পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিপিএস পোর্টাল এবং নিখোঁজ শিশুদের নাগরিক-কেন্দ্রিক আবেদনের জন্য খোয়া-পায়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। ট্র্যাকচাইল্ড পোর্টালটিতে স্বরাষ্ট্র ও রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, শিশু কল্যাণ কমিটি, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।

কজরিওয়াল সরকার দিল্লির রাস্তার অবস্থা খারাপ করে তুলেছে : কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির পূর্বতন সরকার ও আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র। শনিবার কপিল মিশ্র বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার দিল্লির রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ করেছে। সর্বত্রই সড়ক হয় ভাঙা অথবা ধুলাবালি, রয়েছে গর্ত ও জলাবদ্ধতা।'

কপিল মিশ্র আরও বলেছেন, 'মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রীরা আজ রাস্তায় নেমেছেন, কর্মকর্তাদের সব রাস্তা ঠিক করতে হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাজ না করার সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি এখন শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের বুঝতে হবে, এখন কাজগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে হচ্ছে এবং এটি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সরাসরি নির্দেশে।'

কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও জীবনরেখা : শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পুসা কৃষি বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার সকালে নতুন দিল্লির পুসা ক্যাম্পাসে পুসা কৃষি বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। উদ্বোধনের পর তিনি কথা বলেন কৃষকদের সঙ্গেও।

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ও জীবনরেখা। তিনি বলেন, কৃষক ও কৃষি ছাড়া বিকশিত ভারত অর্জিত হবে না। শিবরাজ বলেন, সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশে পরিণত করতে কৃষিক্ষেত্রে অবিরাম কাজ করছে। শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি একীভূত করা অপরিহার্য। তিনি বলেন, কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যবধান কমাতে একটি আধুনিক কৃষি ফোরাম অথবা চৌপাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তিন দিনব্যাপী এই মেলার থিম হল উন্নত কৃষি — বিকশিত ভারত। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর এবং ভগীরথ চৌধুরী। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর এদিন বলেছেন, 'কৃষি বিজ্ঞান মেলার মূল লক্ষ্য হল, কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা এবং শিক্ষিত করা। শনিবার সমগ্র দেশের কৃষি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।'

ভারতকে বৈশ্বিক স্তরে উন্নীত করার জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়েছে : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির পক্ষে ফের সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতকে বৈশ্বিক স্তরে উন্নীত করার জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়েছে। শনিবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০১-তম সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র কল্পনা করেছেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত ভারতে রূপান্তর করার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেছেন, 'এটা সম্ভব হবে, যদি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আমরা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারি।

একুশে ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যেভাবে সূচনা হয়েছিলো আন্দোলনের

শাহনাজ পারভীন

প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্তাকে মিলিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সূচনা হয়েছিল আন্দোলনের। আর এই ভাষা আন্দোলনকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয়। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হতো। এই ইতিহাস বাংলাদেশের অনেকেরই জানা। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরির পেছনে রয়েছে আরও অনেক সংগ্রামের ইতিহাস।

ভাষা থেকে যেভাবে আন্দোলনের সূচনা যখন ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল তার আগেই আসলে শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে বিতর্ক। ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক তাদের ভাষা আন্দোলন- ইতিহাস ও তাৎপর্য বইয়ে লিখেছেন, 'প্রথম লড়াইটা প্রধানত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ'। এই বইটির বর্ণনা অনুযায়ী দেশভাগের আগেই চল্লিশের দশকের শুরুতেই সাহিত্যিকরা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। সেসময় বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদদের মধ্যে বাংলা, উর্দু, আরবি ও ইংরেজি এই চারটি ভাষার পক্ষ-বিপক্ষে নানান মত ছিল।

আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক লিখেছেন, 'ভাষা আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়।.......এর সূচনা মূল আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক দশক আগেই এবং বাঙালি মুসলমানের সেকুলার জাতিয়তাবোধ এর পেছনে কাজ করেছে।' রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন নিশ্চিত হওয়ার পর উর্দু-বাংলা বিতর্ক আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সেসময়কার গুরুত্বপূর্ন "মিল্লাত" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 'মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না।' দৈনিক আজাদি পত্রিকায় ১৯৪৭ সালে লেখক সাংবাদিক আবদুল হক লিখেছিলেন, 'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উর্দু- শিক্ষিতই চাকুরীর যোগ্যতা লাভ করবেন, এবং প্রত্যেকটি বাংলা ভাষীই চাকুরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বেন'। বাংলাভাষীদের আরও উদ্বেগ ছিল দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিয়ে। শুধু ধর্ম তাদের মধ্যে কতটুক যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে সেনিয়ে ভাবনা ছিল অনেকের।

অবিশ্বাসের বীজ বপন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন। তখন ভাষা নিয়ে বিতর্ক আবারো জেগে উঠেছিলো। ততদিনে মুসলিম বাঙালীদের আত্ম-অন্বেষণ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দেশ বিভাগের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম মুদ্রা, ডাকটিকেট, ট্রেনের টিকেট, পোস্টকার্ড ইত্যাদি থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়।

পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই ঘোষণায় পর ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বাঙালী কর্মকর্তারা সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন। পাকিস্তান গঠনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, পরবর্তীতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে বলেছিলেন, ভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক শুরু হওয়ার আগেই এসব ছাপা হয়ে গেছে। যদিও তার এই বক্তব্য সবাই গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন সেসময় বুদ্ধিজীবীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে মাতৃভাষার পরিবর্তে উর্দু চাপিয়ে দিলে বাংলাভাষী পরবর্তী প্রজন্ম অশিক্ষিত হয়ে পড়বে, বাংলা ভাষার সত্ত্বা ঝুঁকিতে পরবে। স্বাধীনভাবে মাতৃভাষার চর্চার ক্ষেত্রে এটিকে বড় আঘাত বলে মনে করা হয়েছে। এসব বিষয়ে বাঙালির মনে ক্ষোভের অনুভূতি তখন থেকেই দানা বাঁধতে থাকে। সেই সালেই শেষের দিকে "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়।

সেসময়কার একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নূরুল হক ভুঁইয়া, তৎকালীন সংসদ সদস্য সামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা অলি আহাদ, পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ তোয়াহা সহ অনেকেই এর সদস্য ছিলেন, যারা শুরুতে গোপনে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। জিন্নাহ ও তার অনমনীয় অবস্থান তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাভাষীরা উর্দুভাষীদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তারপরও ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক সমাবেশে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"। সেই সমাবেশেই উপস্থিত অনেকেই সাথে সাথে প্রতিবাদ করে ওঠেন। এই ঘোষণাকে বলা যেতে পারে নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কে বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গের সূচনা। জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে শুরু থেকে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে বাঙালীদের উপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করা ও শোষণের অভিসন্ধি বলে মনে করা হয়েছিল। বাঙালীদের মনে পাকিস্তানের প্রতি অবিশ্বাসের ভীত তৈরি হয়েছিল। ভাষা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য আরও জোরালোভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ধর্ম নয় বরং বাঙালী জাতিয়তাবাদের ধারনা স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে তখনকার উর্দুভাষীরা বাঙালীর সংস্কৃতিকে "হিন্দুয়ানী" বলে মনে করাটা বাংলা ভাষার প্রতি তাদের বিতৃষ্ণার আরেকটি কারণ।

ভয়ঙ্কর অগ্নি স্ফুলিঙ্গের জন্ম জিন্নাহ'র মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নানা রকম প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব চলতে থাকে। দেশভাগের পর থেকে ১৯৫২ সালের শুরু পর্যন্ত বাঙালীরা জোরালোভাবে রাষ্ট্রভাষা উর্দু সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে গেছেন।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে থেমে থেমে আন্দোলন চলেছে। তবে এ আন্দোলনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নি স্ফুলিঙ্গের জন্ম হয় যখন বায়ান্নর ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় সফরে এসে খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টনে এক সমাবেশে জিন্নাহ'র কথাই পুনরাবৃত্তি করেন। সেসময়ও একইভাবে জোরালো প্রতিবাদে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগান ওঠে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে যা ঘটেছিল বলা হয়ে থাকে রাজনৈতিক কারণে নেয়া খাজা নাজিমুদ্দিনের অবস্থান ও তার বক্তব্য ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তার ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে বঞ্চনার অনুভূতি আরও জোরালো হয়ে জেগে ওঠে। খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে পরদিন থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল। যাতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ভাসানীর নেতৃত্বে সম্মেলনে অংশ নেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সংস্কৃতিকর্মী এবং পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন। একুশে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। যা লঙ্ঘন করেই জন্ম হয়েছিল শহীদ দিবসের। সেই দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ছিলেন মুহাম্মদ মাহফুজ হোসেন। কয়েক বছর আগে বিবিসি বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তার বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সেদিনকার চিত্র। সেই সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে গুলিবিদ্ধ তিনজনকে হাসপাতালে গ্রহণ করি আমি। কপালে গুলিবিদ্ধ রফিককে দেখেই মৃত ঘোষণা করা হয়, আর উরুতে গুলিবিদ্ধ বরকত মারা যান রাতে, আমার চোখের সামনেই।' ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছেই গুলিবর্ষণ হয়েছিল শিক্ষার্থীদের উপর। তিনি বলছিলেন, 'আমরা তখন বাইরে থেকে বহু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমরা শুনেছিলাম বহু মানুষ গুলিতে আহত হয়েছে। মুহূর্তেই এমারজেন্সি ওয়ার্ড পূর্ণ হয়ে যায়। আহতদের অনেকেই মুমূর্ষু, তাদের সঙ্গে আসা মানুষজন আর চিকিৎসকে ঠাসাঠাসি হয়ে যায় জরুরী বিভাগ।' ভাষা আন্দোলনে কতজন শহিদ হয়েছিলেন সেবিষয়ে সঠিক সংখ্যা এখনো পাওয়া যায় না। সেদিন এবং পরদিন পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং শফিউর ছাড়াও আরো অনেকে শহীদ হয়েছিলেন বলে ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইয়ে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বীজ বপন এই হত্যাকাণ্ড মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়নি। এই আন্দোলনেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে ২০০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্তাকে মিলিয়ে সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মনে এক হওয়ার অনুভূতি সম্ভবত জাগ্রত হবে না। তবে এই ঘটনার দুই বছরেরও বেশি সময় পরে, ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান সংসদ বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি কার্যকর হতে লেগেছিল আরও দুই বছর। মাতৃভাষা নিয়ে এই আন্দোলনেই বীজ বপন হয়েছিল পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

চলে গেল আরেকটি ভাষা দিবস, সমীক্ষা বলছে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা লেখার অভ্যাস হারিয়েছে

শোভনলাল চক্রবর্তী

কবি সেই কবেই লিখে গেছেন "লিখন তোমার, ধূলায় হয়েছে ধূলি", আজ কবির সেই লেখা এক অন্য মাত্রা নিয়ে ফেরত এসেছে আমাদের মধ্যে। একবার ব্রিটেনে জর্জ বার্নার্ড শ একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পরে চায়ের আসরে এক অতিথি তাঁকে বলেছিলেন। আপনার বক্তৃতা ভাল, তবে আপনার লেখা আরও অনেক ভাল। তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন। আসলে লেখার পিছনে যত সময় দিই, লেখা ভাল করার জন্য যত পরিশ্রম করি, বলার জন্য তো তা করি না, করলে হয়তো আর একটু ভাল বলতে পারতাম। কথাটি মূল্যবান। অনেক কাজের মতোই লেখার কাজটিও অনুশীলন দাবি করে। করারই কথা। ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন, সুতরাং তাকে যথাযথ চালনার জন্য দক্ষতা আবশ্যক। সেই দক্ষতা আকাশ থেকে পড়ে না, তা অর্জন করতে হয়।

সুলেখক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে "সহজাত" বা "স্বাভাবিক" স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু দু'টি বিষয়ে সতর্ক না হলে স্বাভাবিকতাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। প্রথমত "স্বভাব" স্বয়ম্ভনয়, তার পিছনেও অনুশীলনের ভূমিকা ও অনস্বীকার্য প্রথম সারির লেখকদের পদে অধিকাংশের জীবনবৃত্তান্তে উঁকি দিলেই - দেখা যাবে, লেখার কাজটিতে তাঁরা কতখানি পরিশ্রমী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, যার যে স্বাভাবিক সামর্থ্যই থাকুক, তাকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। এই ভনধি সত্যটিই অন্যভাবে বিপরীত দিক হয়ে থেকে প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় স্বর যে অনুশীলনের অভাবে বা ভুল অনুশীলনের পরিণামে কী ভাবে সুলেখকের বদলে কুলেখক তৈরি হতে পারে। এক জন দু'জন নয়, বর্ষে বর্ষে দলে দলে।

সম্প্রতি কলকাতার একাধিক স্কুলের বেশ কয়েক জন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল শিক্ষকের কথায় এই সমস্যার রূপ ধরা পড়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের লেখার অভ্যাস ভয়ানক ভাবে নষ্ট হচ্ছে। এবং তার একটি বড় কারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল মাধ্যমের প্রবল নেই প্রভাব। স্কুলের পড়াশোনার বাইরে, অংশত তার মধ্যেও, পড়া এবং লেখা বলতে যা কিছু তার প্রায় সবটাই এখন মোবাইল-বাহিত। তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ কার্যত যোলো আনাই নানা ধরনের সংক্ষিপ্ত বার্তা লেনদেনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে চলে। কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে বিশদভাবে কিছু লেখা বা পড়ার অবকাশ তা নেই, প্রয়োজনও নেই, সবাই অতি দ্রুত সওয়াল-জবাব চালাতে আগ্রহী, কথোপকথন হয়ে দাঁড়িয়েছে টেবিল টেনিসের অনুরূপ।

সমাজমাধ্যমের যে পরিসরগুলি অল্পবয়সিদের পছন্দসই, সেখানে 'গুছিয়ে লেখা'র কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, এই অভ্যাসের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ছে শিক্ষার্থীদের লেখায়। যারা "ভাল ছাত্রছাত্রী" বলে পরিচিত ও প্রশংসিত তাদেরও একটি বড় অংশ সুচারু ও সুশৃঙ্খল ভাবে কোনও লেখা লিখতে পারে না, এমনকি আনুষ্ঠানিক বা পোশাকি চিঠিপত্র অবধি লেখার দক্ষতাও তাদের অনায়ও। লেখা তাদের কাছে সচরাচর একটি দায়সারা কাজমাত্র, কোনও ক্রমে সেই দায় সেরে ফেলেই তারা সন্তুষ্ট। বলা বাহুল্য, এই সমস্যা ওই কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নয়, দুনিয়া জুড়ে সমস্ত বয়সের নাগরিকদের মধ্যেই তার প্রকোপ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। তবে সঙ্গত কারণেই অল্পবয়সিদের নিয়ে উদ্বেগ সর্বাধিক, বিভিন্ন দেশেই শিক্ষাবিদরা সেই উদ্বেগ জানিয়ে চলেছেন। ডিজিটাল মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার এই সমস্যার একটি বড় কারণ, তবে তার পাশাপাশি বিদ্যাচর্চার গোটা ব্যবস্থাটির দায়ও কম নয়। কোনও বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা অর্জন করা এবং যুক্তি সহকারে চিন্তা করতে শেখা-শিক্ষার এই প্রাথমিক লক্ষ্যগুলিই অধুনা দূর থেকে আরও দূরে বিলীয়মান। বাঁধাধরা পাঠ্যসূচি এবং তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্লাস নোট গলাধঃকরণ করে "এক কথায়, প্রায়শই " এক শব্দে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার রীতি বহুলপ্রচলিত, যা উত্তরোত্তর পর্যবসিত হচ্ছে একাধিক সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে থেকে ঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার পরীক্ষায়। এই পদ্ধতি সুশৃঙ্খল চিন্তা ও যুক্তিপ্রয়োগে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তার সমস্ত সামর্থ্য ধ্বংস করে চলে। তার ফলে দেখা যায়, বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায়

ভাল ফল করেছে, কিন্তু অধীত বিষয়ে অথবা চার পাশের জগৎ ও জীবন নিয়ে সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে গুছিয়ে কথা বলতে বা লিখতে অপারগ। অর্থাৎ, ব্যাধি শিক্ষার মূলে।

সচেতন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমবেত উদ্যোগ ছাড়া নিরাময়ের আশা নেই। এ দেশে, বিশেষত এই রাজ্যে, সেই উদ্যোগের কোনও বিকল্প নেই, কারণ সরকারি নীতিকার তথা রাজনীতির নায়কনায়িকারা এই সব বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। নাগরিকদের সুশৃঙ্খল চিন্তাভাবনার অভ্যাস না থাকলেই বোধ করি তাঁদের পোয়া বারো। শিক্ষাতত্ত্বের গুরুগম্ভীর আলোচনায় আমরা প্রায়শই সর্বাত্মক মূল্যায়নের কথা বলি। এই বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মূল কথা হল, যৌক্তিক ধারণার বিকাশ, বিচার করার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, বিশ্লেষণের দক্ষতা। বচনাত্মক প্রশ্নোত্তর ছাড়া এই দক্ষতাগুলির একটিও অর্জন করা সম্ভব নয়। এক জন শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারবে না, বরং কতকগুলো নির্দেশ পালনে দক্ষ হবে, এই শিক্ষাব্যবস্থার দাবি আজ এটাই। দিন কয়েক আগে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক স্তরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র নজরে এল। শতাধিক প্রশ্ন যাতে শিক্ষার্থীর সাহিত্যবোধ, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে বোঝার চেষ্টা নেই, আছে কেবল তথ্যের নির্ণয়। সমস্যাটা শুধু সাহিত্য বা সমাজ বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিষয় জ্ঞান বোঝার জন্য "স্টেপ মার্কিং" এর ব্যবস্থা ছিল, যা এই মডেলে দরকারই পড়ে না। আশার কথা হল, দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্টের নতুন পরীক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতায় সরব হয়েছেন।

বোঝা যায়, এই মডেলে শিক্ষার্থীরা ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর পাবে, পাশের হার বাড়ার ফলে শিক্ষাকর্তাদের দুশ্চিন্তা কমবে, কিন্তু তৈরি হবে বিষয়ের গভীরতাহীন, যৌক্তিক ভাবনাহীন এক নতুন প্রজন্ম। যে যত মুখস্থ করতে পারবে, সে তত সফল হবে। প্রকৃত শিক্ষা তর্ক করতে শেখায়, প্রচলিত মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখায়, শিক্ষার্থীকে কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে অজানা আকাশে উড়তে উদ্দীপ্ত করে। প্রথাগত শিক্ষার হাজারো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই সুযোগ কিছুটা হলেও ছিল। এমসিকিউ আসলে আজকের ভারতের জন্য অন্য তাৎপর্য বয়ে আনছে। আমরা আসলে তৈরি করতে চাইছি এক ধরনের তথ্যকেন্দ্রিক রোবট, সব কিছু যে প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেবে, রাষ্ট্রনির্ধারিত "ঠিক উত্তর "টিকে চয়ন করা ছাড়া যে শিক্ষার্থীর আর কোনও কাজ অবশিষ্ট থাকবে না। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন (এমসিকিউ) এই মুহূর্তে শিক্ষার্থী-মূল্যায়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা যা শুরু হয়েছিল চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহজ ও নিরাপদ উপায় হিসাবে, তা আজ সর্বব্যাপ্ত। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষা হোক বা ডাক্তার- এঞ্জিনিয়ারিং, এমসিকিউ বিনা গীত নাই। সম্প্রতি এ রাজ্যে নতুন সিলেবাসে প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারে পুরো পরীক্ষাটাই হবে সঠিক উত্তরের তলায় দাগ দেওয়ার আঙ্গিকে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তি হল কম্পিউটার যে কোনও মূল্যায়ন সহজে ও অতি দ্রুত করতে পারে। অবশ্য একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রযুক্তির বিপর্যয় এই ধরনের পরীক্ষার নিরপেক্ষতার দাবিকে অনেকাংশে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু যে প্রশ্নটা জীবন্ত থাকছে, তা হল এই ভাবে শিক্ষার্থীর সঠিক মূল্যায়ন আদৌ সম্ভব কি। এই এমসিকিউ মডেলকে সর্বরোগহর বলে বিবেচনা করার ভাবনার উৎস এক কল্পিত ধারণা যা মনে করে কম্পিউটার থেকে উৎসারিত সব কিছুই পবিত্র, এবং যে মূল্যায়নে মানবমেধা যুক্ত, তা দূষিত। এই মডেল শিক্ষার্থীর কাছে দাবি করে কুইজের মতো জ্ঞান, মস্তিষ্কে জমা হবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তথ্য একক যা শিক্ষার্থী তোতাপাখির মতো মুখস্থ করবে। শিক্ষার্থী অক্লেশে বলে দেবে কোন সালে এবং কোন তারিখে কার্ল মার্কর্সে কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ইস্তাহারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার জানার দরকার পড়বে না। অনেকে বলবেন এমসিকিউ মডেলে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নও থাকে। মজার কথা, সেই ব্যাখ্যা বা কোনও বিবৃতি পরবর্তী একাধিক সিদ্ধান্ত আসলে প্রশ্নকর্তা নির্ধারিত সমাধানমালা, যা থেকে প্রশ্নকর্তা মনোনীত ঠিক উত্তরটিকে চয়ন করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর। এখানে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করার বা নিজের যুক্তিটিকে উপস্থিত করার কোনও সুযোগই নেই শিক্ষার্থীর। এই মডেলে তাই টেক্সট বই পড়ার কোনও উৎসাহ আর অবশিষ্ট থাকবে না। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় হাঁটলেই দেখা যাচ্ছে প্রতিটি বিষয়-পিছু হাজার হাজার এমসিকিউ সম্বলিত রংবেরঙের সহায়িকা, বিষয়ভিত্তিক টেক্সট বই সেই সহায়িকার চাপে মুখ লুকিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুয়াহাটিতে চলছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সর্বভারতীয় কার্যকারিণী ও প্রতিনিধি দলের বৈঠক

কাকলি বাগ।। গুয়াহাটি।। অসমের গুয়াহাটিতে শুরু হল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সর্বভারতীয় কার্যকারিণী এবং প্রতিনিধি দলের তিন দিনব্যাপী অর্ধ-বার্ষিক বৈঠক। শুক্রবার অসমের গুয়াহাটিতে অবস্থিত আইআইটি ক্যাম্পাসে শুরু হওয়া এই বৈঠকে পূর্ণসময় উপস্থিত থাকবেন সমিতির বন্দনীয়া প্রমুখ সঞ্চালিকা মাননীয়া শান্তাক্কা জী এবং প্রমুখ কার্যবাহিকা মাননীয়া সীতা গায়ত্রী জী। এই বৈঠকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন।

বৈঠকের শুরুতে গত ছয় মাসে প্রয়াত দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সৈনিক, দুর্যোগে নিহত দেশবাসী, স্বয়ংসেবক ও সেবিকাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে গত অর্ধ-বার্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়গুলির মূল্যায়ন করা হয়। বৈঠক থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ১২টি ক্ষেত্রের এবং ৩৮টি প্রান্তের সমিতির ৪১২৫টি শাখা চলছে। সারা দেশের মোট ১০৪২টি জেলার মধ্যে ৮৩৪টি জেলায় সমিতির কাজ রয়েছে। সারা দেশে সমিতির সেবিকারা ১৭৯৯টি সেবামূলক কাজ পরিচালনা করছেন।

লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকরের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি লোকমাতার অবদানকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য দেশ জুড়ে ২,৪০৫টি স্থানে ৩,৮৫০টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৭৪, ৮০১ জন নাগরিকের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। এই কর্মসূচিগুলির মধ্যে ছিল বৃক্ষরোপণ, নদী ও মন্দির পরিসরে স্বচ্ছতা অভিযান, হাসপাতাল, সেবা-বসতি এলাকায় সেবা মূলক কাজ। এছাড়া দেশের বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লোকমাতা অহল্যাবাঈয়ের জীবনী পাঠে উৎসাহ দান সহ ক্যুইজ ও প্রবন্ধ রচনার আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে জেলা পর্যায়ে ছোট-বড় বহু সার্বজনিক কার্যক্রম করা হয়।

''বন্দেমাতরম''-এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৩৪২০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সন্ত মীরাবাঈয়ের ৫৫০তম জন্মবার্ষিকী এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই বৈঠকে সমিতি শিক্ষা বর্গ, পঞ্চ পরিবর্তন এবং দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা এবং সমিতির কাজ সম্প্রসারণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সিপিআই(এম)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর কারাত

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে ফের বসেই ট্রাম্প এমন সব সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুরু করেছেন যাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে টালমাটাল অবস্থা তৈরি হয়েছে।" শনিবার ডানকুনিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৭ তম সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করে এই মন্তব্য করেন প্রকাশ কারাত।

তিনি বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে স্তিমিত দ্বন্দ্ব নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে, বিশ্বে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। গাজায় মানুষকে উৎখাত করে দখলের মন্তব্য করে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে জাতিস্বাভিমানি ঘোষণায় সেদেশে সব সাহায্য বন্ধের ঘোষণা বুঝিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের দ্বন্দ্ব আরও বাড়বে।

প্রকাশ কারাত বলেন, "অন্যদিকে চীনের বিরুদ্ধে শুল্ক এবং বানিজ্য যুদ্ধের হুমকি দিয়ে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাত তীব্র করার ইঙ্গিতও দিচ্ছে। এটাই বিশ্ব রাজনীতিতে 'ট্রাম্পইজম'এর প্রভাব।

নয়া উদারনীতির সঙ্কটে কীভাবে নয়া ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটছে বলে জানিয়েছেন প্রকাশ কারাত। তিনি বলেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কোথাও গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের ফ্যাসিবাদের উত্তরসুরী হিসাবে, আবার কোথাও অন্য রূপে নয়া ফ্যাসিবাদ মাথা তুলছে। এই সঙ্গে তাঁর দাবি, "তবে এর মানে এই নয় যে বামপন্থীরা পরাস্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, মেক্সিকো এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কাতে বামপন্থীরা সরকারে আসীন হয়েছে।

শিল্পপতিদের লুটের খোলা বন্দোবস্তে ট্রাম্পের সঙ্গে মিল খুঁজলেন কারাত

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :"ট্রাম্প যেভাবে এলন মাস্ককে সরকারি ক্ষমতায় ভাগীদার করে তুলেছেন, সেভাবেই মোদীও তাঁর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের লুটের খোলা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন।" শনিবার ডানকুনিতে সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

কারাত নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "তাছাড়া স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে দখলদারি করছেন, বিরোধীদের জেলে পুরছেন, টাকার ব্যবহার ও মিডিয়া এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচনেও জিতছেন।"

প্রকাশ কারাত অভিযোগ করেন, "নয়া ফ্যাসিবাদীরা এভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থাকে খাতায় কলমে জিইয়ে রেখেই ক্ষমতা দখল করে। ভারতে সেই নয়া ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটছে, এখনই সতর্ক হয়ে তাকে থামাতে হবে।"

তিনি বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়া ব্লক গঠনের মধ্য দিয়ে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে বিজেপি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ঠেকানো গেছে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির বৃহত্তর ঐক্য এর জন্যই জরুরী। কিন্তু সিপিআই (এম)'র স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধি ও বামপন্থীদের শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি রয়েছে।

বামপন্থীদের দুর্বল করতে তৃণমূলের কাছে অর্থ এসেছিল, অভিযোগ সেলিমের

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দুর্বল করার জন্য তৃণমূল সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকল্পের অংশ। লাল হঠাও বলে বামপন্থীদের দুর্বল করতে তাদের কাছে নানা জায়গা থেকে অর্থ এসেছিল।" শনিবার সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্মেলনে খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র রফতানির নামে বামপন্থীদের দুর্বল করতে এভাবে বিদেশী ফান্ডিংয়ের বিরোধিতা আমরা কমিউনিস্টরা বরাবর জোর গলায় করে এসেছি। বামপন্থীরা দুর্বল হলে ঢেঁকির উল্টোদিকে দক্ষিণপন্থীরা সবল হয়। এভাবেই ভারতের বুকে দক্ষিণপন্থার বিপদ পাখা মেলছে।

সেলিম বলেন, "পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মতো এই বিপদকে ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা কায়েম হতে দিতে পারি না।"

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে বেধড়ক মারধরের শিকার ঠিকাদার, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে

মানিকচক, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): পাওনা টাকা ফেরত চাইতেই বেধড়ক মারধরের শিকার হলেন এক ঠিকাদার। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের কামালপুর কারবোনা এলাকায়। গুরুতর আহত ওই ঠিকাদারের নাম মোহাম্মদ জুয়েল (৩৮)। তিনি মানিকচকের কামালপুর সেখপাড়া এলাকার বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে মানিকচকের মথুরাপুর এলাকার বাসিন্দা গৌর সরকার লেবার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোহাম্মদ জুয়েলের কাছ থেকে ৪৮ হাজার টাকা নেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও লেবার সরবরাহ করেননি তিনি।শনিবার সকালে বাজার যাওয়ার পথে গৌর সরকারকে দেখতে পান মোহাম্মদ জুয়েল। পাওনা টাকা ফেরত চাইতেই বচসায় জড়িয়ে পড়েন দু'জনে। অভিযোগ, সেই সময় গৌর সরকার ও তার সঙ্গীরা হঠাৎ জুয়েলের উপর চড়াও হয় এবং তাকে বেধড়ক মারধর করে।স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে আহত জুয়েলকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, চোখ ও নাকে গুরুতর আঘাত লাগায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ঠিকাদারের স্ত্রী রিজুওনা খাতুন। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যজুড়ে আগামী কয়েকদিন ধরে ঝড়-বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানান, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে শনিবার ও রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই কলকাতা ও তার পার্শবর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবারও মেঘলা আকাশের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কিছু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শনিবার থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদীয়া জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। অন্যদিকে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস এবং বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।সোমবারেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সোমবার পর্যন্ত হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, সিকিমের পার্বত্য এলাকাতেও তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।শনিবার ও রবিবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বজ্রপাতের আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে বেশি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজ্যের বাসিন্দাদের আবহাওয়ার পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্যামপুরে সাব স্টেশন তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাওড়ার শ্যামপুরে লো ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গাদিয়াড়া ও সংলগ্ন এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যা মিটতে পারে। শ্যামপুর ১ ব্লকের গোহালদহ গ্রামে ৩৩ কেভি সাব স্টেশন তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর এক ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্য্যি, শ্যামপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না সহ প্রশাসনিক কর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক কার্যত ঠিকাদারদের সতর্ক করে বলেন, "কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। আগামী বছর এই দিনেই এই সাব স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবার উদ্বোধন করব।"উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রকল্পের জন্য কালীপদ মণ্ডলের এক প্রাক্তন ছাত্র, রাধাকান্ত প্রামাণিক, ২১ শতক জমি দান করেছেন।গাদিয়াড়া পর্যটন কেন্দ্রের সরকারি ও বেসরকারি লজগুলোর বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে লো ভোল্টেজ সমস্যার কারণে জেনারেটরের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে ঘরভাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। পাশাপাশি, শ্যামপুর এক ব্লকের একাধিক ইটভাটা বিদ্যুৎ-সংকটের কারণে জেনারেটরের সাহায্যে চালানো হয়। নতুন সাব স্টেশন চালু হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে, ফলে ইটভাটা মালিকরাও উপকৃত হবেন এবং ইটের দাম কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রকল্প নিয়ে আশাবাদী। কয়েক হাজার মানুষের প্রত্যাশা, দ্রুত এই সাব স্টেশন চালু হলে তাদের বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি আট হাজার ঝুমুর নৃত্যশিল্পী গড়বেন বিশ্ব রেকর্ড, চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুশীলন

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আন্তর্জাতিক বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সম্মিলিতভাবে ৮,৮০০ ঝুমুর নৃত্যশিল্পী তাঁদের কলা প্রদর্শন করে গড়বেন বিশ্ব রেকর্ড। এ উপলক্ষ্যে শিল্পীদের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে অনুশীলন। সরুসজাই স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানস্থলে ঘন ঘন প্রস্তুতি পরিদর্শন করছেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা, রাজ্যের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। আগামী ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি 'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০' শীর্ষক বিশাল বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে খানাপাড়া ময়দানে। এর আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের আট হাজার ৮০০ নৃত্যশিল্পী সম্মিলিতভাবে ঝুমুর নৃত্য প্রদর্শন করে ইতিহাস তৈরি করতে প্রস্তুত।

ঝুমুর নৃত্যের মাধ্যমে অসমের চা জনগোষ্ঠীদের প্রাণবন্ত ঐতিহ্য প্রদর্শন করা হবে। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী চা শিল্প গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই জনগোষ্ঠী। মর্যাদাপূর্ণ এই নৃত্য প্রদর্শন ও উপভোগ করতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁদের উপস্থিতিতে বিশ্বমঞ্চে অসমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরবে। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা।

স্বামীর খোঁজে দিশেহারা ফাতেমা, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): নিখোঁজ স্বামীর সন্ধানে হন্যে হয়ে জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন মহেশমাটি এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা খাতুন। গত ১৫ দিন ধরে স্বামী আতাউর রহমানের কোনো খোঁজ না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেও বিশেষ সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।ফাতেমার স্বামী আতাউর রহমান গত ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। প্রথমে স্বজনদের কাছে খোঁজখবর নিলেও কোনো সন্ধান না পেয়ে ইংরেজবাজার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন ফাতেমা। অভিযোগ জানানোর পর ১২ দিন কেটে গেলেও পুলিশের তরফে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি বলে অভিযোগ তার।এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে ফাতেমা বলেন, 'প্রতিদিন থানায় যাচ্ছি, কিন্তু কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না। কোথায় গেল আমার স্বামী? কেমন আছে? বেঁচে আছে তো? কেউ তো কিছু বলছে না!'পরিবারের দাবি, আতাউর রহমানের কোনো শত্রু ছিল না, তবে নিখোঁজ হওয়ার আগে কোনো অস্বাভাবিক আচরণও করেননি তিনি। ফলে এটি নিছক নিখোঁজ ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আতাউর রহমানের সন্ধানে তদন্ত চলছে এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনো সন্ধান মেলেনি।স্বামীর সন্ধান পেতে প্রশাসনের কাছে আরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ফাতেমা খাতুন।

৫০০০ মিটার ইনডোরে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন গুলবীর সিং

বোস্টন, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাংঝো এশিয়ান গেমসের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী গুলবীর সিং শনিবার বোস্টনে অনুষ্ঠিত বিইউ টেরিয়ার ডিএমআর চ্যালেঞ্জে পুরুষদের ৫০০০ মিটার ইনডোর দৌড়ে ১৩ মিনিটের বাধা অতিক্রম করে জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছেন। ২৬ বছর বয়সী এই সেনা দৌড়বিদ, যিনি ৫০০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড ধারণ করেছেন, তিনি ১২:৫৯.৭৭ সময় নিয়ে কোল হকারের (১২:৫৭.৮২), কুপার টিয়ারের (১২:৫৭.৯৭) এবং জ্যাক রেনারের (১২:৫৯.৪৩) পিছনে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন।

গুলবীর সিং কেবল একটি নতুন জাতীয় রেকর্ডই তৈরি করেনি, বরং ৫০০০ মিটার শর্ট এশীয় ট্র্যাক রেকর্ডও তৈরি করেছেন।

ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের আক্রমণ করছে বিজেপি, অভিযোগ কারাতের

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে বিজেপি আরএসএস বাংলাদেশের ঘটনা ঘিরে যে প্রচার করছে তা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাঁচাতে নয়, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের আক্রমণ করতে। শনিবার ডানকুনিতে সিপিআই (এম)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৭ তম সম্মেলনে এ কথা বলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কো অর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

কারাত বলেন, "বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মদতে দক্ষিণপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীরা ক্ষমতায় বসেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধারণাকে আক্রমণ করছে।"

শনিবার পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলন। প্রবীন সিপিআই (এম) নেতা বিমান বসু পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন এবং তারপরে , রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমসহ নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

ভারতের মোদী সরকারকে বিশ্বব্যাপী চরম দক্ষিণপন্থীদের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে প্রকাশ কারাত বলেন, তৃতীয় দফায় সরকারে আসীন হয়ে মোদী সরকার ভারত রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ব কায়েম করার কাজে এতটুকুও ক্ষান্তি দেয়নি। নয়া উদারনীতি রূপায়নেও তারা যে তীব্রভাবে এগোতে চায় তাও এবারের বাজেটে স্পষ্ট।

চাঁচলে কলেজ ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু, প্রেমিকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

চাঁচল, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): প্রেমিকের সঙ্গে বাইকে বেরোনোর পর রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত খুন। অপরদিকে, প্রেমিকপক্ষের দাবি, এটি শুধুই একটি পথ দুর্ঘটনা। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচলের নয়াটোলা এলাকার বাসিন্দা নিশাত ফাতমা গত বুধবার তার প্রেমিক বারোগাছিয়ার বাসিন্দা ফাইজুল রেজার সঙ্গে বাড়ি থেকে বাইকে বের হন। কিছুক্ষণ পরেই চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়কের দোসরকি এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় দু'জনকে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নিশাতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃতার পরিবারের দাবি, নিশাত ও ফাইজুলের মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং কিছুদিন আগেই তাঁরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন। সম্প্রতি নিশাতের পরিবার বিষয়টি জানতে পারে এবং তাঁদের বিয়েতে আর বাধা দেয়নি। কিন্তু সামাজিক মতে বিয়ে না করায় পরিকল্পিতভাবে নিশাতকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার বাবা। শনিবার চাঁচল থানায় প্রেমিক ফাইজুল রেজা ও তার পরিবারের চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।অন্যদিকে, ফাইজুলের দাদা পারোয়ানা রাজ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "আমার ভাইও এই ঘটনায় আহত হয়েছে। এটি নিছকই পথ দুর্ঘটনা, আমাদের ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে।"চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

আরএসএস'এর জনভিত্তির কথা প্রকাশ্যে কবুল করলেন কারাত

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ এখন দেশের নানা প্রান্তে জনভিত্তি পেয়েছে। এই আদর্শের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সিপিআই (এম)'র স্বাধীন শক্তি ও বামপন্থীদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন"। শনিবার ডানকুনিতে সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাত।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বামশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে কারাত এ দিন বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সব সময়েই সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি সমাবেশে বলেন, "এখনকার পরিস্থিতিতে এরাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল দুয়ের বিরুদ্ধেই বামপন্থীদের লড়াই করতে হচ্ছে, কারণ এরাজ্যে করাপ্ট — ক্রিমিনাল শাসন চলছে, বামপন্থী কর্মীরা হিংসাত্মক আক্রমণের মুখে পড়ছে। তার মধ্যেও বিগত তিন বছরে এরাজ্যে সিপিআই (এম) শ্রেণি ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিশেষত আর জি কর আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকার জন্য আপনাদের অভিনন্দন।"

উত্তর মালদা বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের ২০তম বর্ষ, প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে

চাঁচল, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): উত্তর মালদা বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের ২০তম বর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। উত্তর মালদা বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব কমিটির উদ্যোগে চাঁচল কুমার শিবপদ লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মহোৎসব, যা চলবে ১ মার্চ পর্যন্ত। বইপ্রেমী মানুষদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই মেলার আয়োজন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।বইমেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি চন্ডীকানন্দ চক্রবর্তী ও জাহাঙ্গীর আলম জানান, এই বইমেলা কেবলমাত্র বইপ্রেমীদের জন্য একটি মিলন উৎসবই নয়, সর্বস্তরের মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চও বটে। এবছর বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।উত্তর মালদা বইমেলা কমিটির সম্পাদক আব্দুল সাত্তার জানান, বইমেলার উদ্বোধন উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। কুমার শিবপদ লাইব্রেরী মাঠে ইতিমধ্যেই মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, এবং ১ মার্চ পর্যন্ত মেলা চলবে। এবারের বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা, সাহিত্যপ্রেমী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই বইমেলা শুধুমাত্র পাঠকদের নতুন বইয়ের সন্ধান দেবে না, বরং বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মকে আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করবে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

গাছ কাটার প্রতিবাদে সরব সবুজ মঞ্চ, কলকাতা পুরসভার যুক্তি মানতে নারাজ পরিবেশপ্রেমীরা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): কলকাতা পুরসভার গাছ কাটার সিদ্ধান্ত ঘিরে ফের বিতর্ক। বাইপাস সংলগ্ন অভিশিক্তা-১ এর সামনে ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৬৫টি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ তুলেছে পরিবেশবাদী সংগঠন সবুজ মঞ্চ। তাদের দাবি, উন্নয়নের নামে এই বৃক্ষচ্ছেদন কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই এলাকায় জল সংকট মেটাতে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বসানোর জন্য গাছগুলি কাটা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক হাজার গাছ লাগানো হবে। তবে পুরসভার এই যুক্তি মানতে নারাজ পরিবেশপ্রেমীরা।পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, গাছ কাটা নয়, গাছকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। সবুজ মঞ্চের সদস্যদের প্রশ্ন, বলা হচ্ছে এফআইআর করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? স্থানীয় কাউন্সিলর অরিজিৎ সিং ঠাকুরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। তাদের মতে, বড় গাছ কেটে তার বদলে ছোট গাছ বসিয়ে পরিবেশের ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়।এদিন কলকাতার এক শিশু দেবত্রী সরকার কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে তার গাছ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার কথায়, 'আপনি তো বলেছিলেন গাছ কাটতে দেবেন না, তাহলে কেন এই গাছগুলো কাটা হলো?'এদিকে, পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন কলকাতা ইনস্ট্যান্ড গাছের রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালুর দাবি তুলেছে। তাদের মতে, শহরের প্রতিটি গাছের তালিকা তৈরি করে তা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা উচিত, যাতে এভাবে নির্বিচারে গাছ কাটা না হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চটজলদি অভিনব দই চাট

সন্ধেবেলা ভিড়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। এদিকে মুখরোচক টুকটাক খাবারের জন্য মন ছটফট। ক'টা জিনিস আগে ভাগে কিনে রাখুন। আর তা দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন সাত স্তরের অভিনব দই চাট। ৮ জনের খাবার জন্য রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে। সাত স্তরের দই চাটের প্রত্যেক স্তরে কী কী থাকবে প্রধাণ উপকরণ থাকবে- ১।অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল, ২।ধোকলা, ৩।মুচমুচে পাপড়ি, ৪। তেঁতুলের চাটনি সহ টক মিষ্টি বোঁদে, ৫। ঝাল ঝাল করে মাখা আলু, ৬। দই, ৭। নানা ধরনের টক ও মিষ্টি চাটনি। প্রত্যেক স্তরের স্বাদ ও ধরন মিলেমিশে এই অভিনব চাটের উদ্ভব মূলত উত্তর ভারতে।

কীভাবে বানাবেন- আলাদা করে বাড়তি উপকরণের তালিকা না দিয়ে সরাসরি রান্নার কথায় যাই। এখানেই উপকরণ কী কী লাগবে এবং তার পরিমাণ কতটা, বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। প্রথমে, ৩টে মাঝারি মাপের আলুর সঙ্গে ছোট মাপের অর্ধেক বিট, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা, অর্ধেক টেবিল চামচ ভাজা জিরে, ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন, সবকিছু এক সঙ্গে নিয়ে ভাল করে মেখে নিন। প্রয়োজন মতো আরও নুন ও মশলা যোগ করতে পারেন। তারপর, দু'কাপ অঙ্কুর বের হওয়া মুগডাল একটা প্যানে নিয়ে কম থেকে মাঝারি আঁচে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। কমপক্ষে দু'মিনিট রান্না বা গরম হতে দিন। লক্ষ রাখুন যাতে মুচমুচে ভাবটা চলে না যায়। তারপর গ্যাস বন্ধ করে ১ টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, অর্ধেক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন মুগডালের সঙ্গে, আর আলাদা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

এরপরে, দইয়ের স্তরকে মনের মতো সুস্বাদু করে তুলতে অর্ধেক কাপ দুধ, দু'কাপ দই, অর্ধেক টেবিল চামচ নুন এবং দু'টেবিল চামচ চিনি একটা পাত্রে নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন, যতক্ষণ না তরল দইয়ের মিশ্রণ তৈরি হয়। তারপর সব উপকরণ একসঙ্গে মেশানোর আগে দেড় কাপ মশলা বোঁদে আর তিন টেবিল চামচ তেঁতুলের চাটনি মিশিয়ে নিন ভাল করে। পরের স্তরটির জন্য আগে থেকে কিনে রাখা পাঁচ থেকে ছ'টা ধোকলা মিহি করে নিন।

সব উপকরণ দিয়ে প্রত্যেক স্তর বানিয়ে নেওয়ার পরে, আলাদা করে সাজিয়ে নিন একটার পর একটা স্তর। যে বাটিতে পরিবেশন করছেন তাতে প্রথমে গুঁড়ো করা পাপড়ির একটা স্তর সাজান। তার উপরে আলুমাখা ধীরে ধীরে চেপে বসিয়ে দিন। এরপর প্রথমে পাতলা দইয়ের স্তর দিয়ে তাঁর উপরে মুগডালের স্তর দিন। তারপর ধনেপাতা আর পুদিনাপাতা দিয়ে তৈরি সবুজ চাটনি, বোঁদে ও তেঁতুলের চাটনি রেখে তার উপরে গুঁড়ো করা ধোকলার স্তর দিয়ে সাজিয়ে নিন। সবশেষে আরও একবার পাতলা দই ও চাটনির স্তর দিয়ে তার উপরে মুচমুচে ঝুরিভাজা, এক চতুর্থাংশ কাপ বেদানা ছড়িয়ে দিন। ব্যস, এভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন অভিনব এই দই চাট।

দেশি সবজিতেই বানিয়ে ফেলুন ভিনদেশি অভিনব পদ

বাড়িতে বাচ্চা থাকলে তাকে শাকসবজি খাওয়াতে জীবন প্রায় জেরবার হয়ে যায়! কিন্তু খাওয়াতে তো হবে। নতুন কোনও উপায়ে কিন্তু আপনার সন্তানকে অনায়াসেই শাকসবজি খাওয়াতে পারেন। এই পুজোয় সবজি দিয়েই বানিয়ে ফেলুন না নতুন ধরনের কোনও রেসিপি! এই যেমন, ভিনদেশি পদ ভেজিটেবল পট পাই।

উপকরণ- লাউ, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়ো, বরবটি, ৪ কাপ গাজর, চিকেন ব্রেস্ট আধ কাপের মতো, ১টি চিকেন স্টক কিউব। ১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ কাপ সাদা সস, ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি, ২ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, ১/২ চা চামচ অরিগ্যানো, ১ চা চামচ তুলসি পাতা, ৩ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, পরিমাণ মতো নুন, ২ টো ১০ ইঞ্চির পাই পেস্ট্রি শিট। প্রণালী- সবজির খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি আকারের কিউব করে কেটে নিয়ে আধ সেদ্ধ করে নিন। আদা রসুন বাটা এবং নুন মিশিয়ে চিকেন সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ মাংস ছোট ছোট টুকরো করে নিন। প্যানে তেল গরম করে রসুন কুচি ভেজে নিন। সেদ্ধ করে রাখা সবজিগুলি ঢেলে দিয়ে সাঁতলে নিন এর পর। এর পরে চিকেন স্টক, সেদ্ধ করে রাখা চিকেন ও অন্যান্য উপকরণ একে একে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এর পর আভেনপ্রুফ ডিশে পাই পেস্ট্রি শিট বসিয়ে নিন। সবজি ঢেলে দিন এর উপরে। সবজির স্তরের পর আর একটা শিট বসিয়ে দিন। ছুরি দিয়ে ডিজাইন করে দাগ কেটে নিন তাতে। এর পরে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে বেক করে নিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট। নতুন স্বাদের ভেজিটেবল পট পাই তৈরি!

আসছে সেই দিন

রতন দাস

আসছে সেই দিন,
যখন উজ্জ্বল সৌরকিরণ
ছাতাহীন ভাবে,
বাইরে বেড়নো বারণ।
করা যাবে না, যাইচ্ছেতা,
উত্তপ্ত ধূপ, ইহাই তার
একমাত্র কারণ।
ফেটে যাবে মাথা,
প্রচণ্ড রোদ্র তাপে
ঝাড়বে, আগুনের রক্তিম
লালপিন্ড, সুখে থেকেও,
অসুখী মনে হবে নিজেকে
উষ্ণ হবে, শরীর -মস্তিস্ক
-হৃদপিন্ড।

বন্ধ থাকবে মাটি কাটা
সকাল দুপুরের ক্রিকেট ফুটবল,
যা খেয়ে-ই শক্তি অর্জন
করতে চাও না কেনো
তবুও, ক্রমশ, নিজেকে
মনে হবে দুর্বল।

খেতেও পারবে না,
শীতকালের মতো
এত আরাম আয়েশে,
সর্বদা-ই মাথার
উপর ঘুরবে ফ্যান
তবুও মধুরতা খুঁজে পাবে
শুধু, নদীর বাতাসে।

কিন্তু যাদেব. বাড়ির আশেপাশে
কোনো নদী নেই
চারপাশ ঢাকা শুধু,
প্রাচীর আর বিল্ডিং,
তাঁরা এক সংখ্যক,
থাকবে কষ্টে
আর অন্যরা, এসি রুমে
নাচবে ডিং ডিং।

তবে, কেউ রেহাই পাবেনা
যারা এসিতে শুয়ে,
শান্তির ঘুমে বিভোর,
তাঁরা আরো পুড়বে বেশী
যখন ঘর থেকে
বাহিরে যাবে বহুদূর।

আসছে সেই দিন, যখন
বিদ্যুৎ হবে প্রিয় ধন
আর বৃষ্টি হবে, মূল্যবান রত্ন,
খেয়া থাকবে, নিজের
থেকেও বেশী
এসি- ফ্যান চলবে
সর্বত্র,তবুও থাকবে অনেক যত্ন।

আর সে সময়,
থাকবে নানা বিজ্ঞাপন
আছে, ঠান্ডা যত পানীয়,
রাত দুপুরে ভিজবে
গলা,কোকা কলায়
স্নান হবে নদী-পুকুরে,
আছে যত স্থানীয়।

মন চাইবে না, উঠে আসতে
ইচ্ছে জাগবে এখানেই
থাকি, রাতভোর,
এক-কালে
পেরেছিলাম, যাইচ্ছেতা
ডুবেও থেকেছি সেথায়,
মনের ইচ্ছে যতদূর।

খিচুড়ির সঙ্গে রকমারি বড়া

উৎসবের দিনে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি মানেই বাঙালির হেঁশেলে খিচুড়ির হাঁড়ি। সঙ্গে অবশ্যই ভাজভুজি। তবে খিচুড়ির সঙ্গে কিন্তু আরও একটি পদ খুব ভাল যায়। তা হল বড়া। শুধু পোস্তর বড়া বা মাছের ডিমের বড়া নয়, এ ছাড়াও রকমারি বড়া হতে পারে, যার সঙ্গে খিচুড়ি জমে যাবে একদম! রইল তালিকা।

পলতা পাতার বড়া বা ধনেপাতার বড়া

১ কাপ কুচোনো ধনেপাতা, ১টা ছোট লঙ্কা, ১টা পেঁয়াজ, প্রয়োজন মতো হলুদ গুঁড়ো, নুন, এক টেবিল চামচ রাইস ফ্লাওয়ার, সাড়ে তিন টেবিল চামচ বেসন নিয়ে একটা বাটিতে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রেখে দেওয়ার পরে হাফ চামচ জল দিয়ে দিন মিশ্রণে। তার পরে একটু জল টেনে নিলে আধ কাপ তেলে ভাল করে ভেজে নিন বড়াগুলি। তৈরি খিচুড়ির পাতে পলতা পাতার বড়া।

বকফুলের বড়া

বকফুলের বড়া বানাতে সবার আগে ফুলগুলি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে নিন। তার পর ১৫০ গ্রাম বেসনের সঙ্গে একটু সোডা দু'-তিন ঘণ্টা রেখে দিয়ে আধ চামচ চাট মশলা, স্বাদমতো বিটনুন, হলুদ এক টেবিল চামচ, এক টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কা, দুটো কুচনো কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে নিন। তারপর সাদা তেলে কড়কড়ে বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

পুঁই শাকের বড়া

কুচনো পুঁই শাক, আদা-রসুন বাটা, রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ, জিরে, লঙ্কা ও পেঁয়াজ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন একটা বাটিতে। মুগ ডাল ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বেটে নেবেন। তার পরে দুটো মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প অল্প করে নিয়ে গরম তেলে বাদামি হওয়া অবধি ভাজুন।

পাট পাতার বড়া

বাঙালির হেঁশেলে খুব পরিচিত পদ পাট পাতার বড়া। গোটা গোটা পাট পাতা ভাল করে ধুয়ে রাখুন। আর একটা বাটিতে রাইস ফ্লাওয়ার, হলুদ গুঁড়ো, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, বেকিং সোডা, স্বাদ মতো নুন নিয়ে মিশিয়ে নিন। তাতে অল্প জল দিয়ে ভারী মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তার পরে গোটা পাট পাতা সেই মিশ্রণে মাখিয়ে সর্ষের তেলে ভেজে নিন।

আলু খোসার বড়া-

খিচুড়ির সঙ্গে পাতে যদি থাকে আলু খোসার বড়া, তা হলে তো কথাই নেই। নিতান্তই সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় এই পদ। মাঝারি সাইজের আলু ৬ পিস মতো নিয়ে একটু মোটা করে খোসাটা ছাড়িয়ে নিন। এ বার ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসাগুলি ঝিরিঝিরি করে কেটে নিন। তারপর নিন এক চিমটি কালো জিরে, এক চিমটি জোয়ান, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, এক টেবিল চামচ বেসন, এক চা চামচ চাল গুড়ি। সমস্ত উপকরণ খুব ভাল করে মেখে নিয়ে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা আকারে বড়া তৈরি করে অল্প আঁচে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিন।

কিমা বড়া

যদি নিরামিষ বড়া মন না চায়, কিমা বড়া করলেই হয়। ২০০ গ্রাম মতো চিকেন অথবা মাটন কিমা অল্প নুন দিয়ে একটু সেদ্ধ করে নিন। তাতে মিশিয়ে নিন একটা ছোট আকারের আলু সেদ্ধ কুরানো, একটা মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচি, এক চা চামচ রসুন কুচি ,এক চা চামচ ধনেপাতা কুচি, একটা শুকনো লঙ্কার কুচি, একটা কাঁচা লঙ্কার কুচি, হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার, এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এক চা চামচ ময়দা ,স্বাদ অনুযায়ী লবণ, এক চিমটি চিনি, ছোট এলাচ ও দারচিনির গুঁড়ো এক চিমটি। উপকরণগুলি ভাল করে মেখে মিশ্রণটিকে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা বড়ার আকারে মাঝারি আঁচে একটু সময় দিয়ে ভেজে নিন।

রাজস্থানি মিষ্টির স্বাদে উৎসবে আসুক অভিনবত্বের ছোঁয়া

সারা বছরই তো রসগোল্লা- সন্দেশে দিন কাটে। এ বার নতুন কিছু মিষ্টিতে চমকে দেবেন নাকি বাড়ির সবাইকে? বানিয়ে ফেলতে পারেন রাজস্থানি মুগ ডালের হালুয়া। উত্তর ভারতে উতবের আমেজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে সুস্বাদু এই মিষ্টি।

কী ভাবে বানাবেন রাজস্থানি মুগ ডালের হালুয়া?

উপকরণ

মুগ ডাল: ১ কাপ
ঘি: ১/২ কাপ
সুজি: ১ টেবিল চামচ
দুধ: ২ কাপ
চিনি: ১ কাপ
কাজুবাদাম (ছোট ছোট টুকরো করো কাটা) কাঠবাদাম (ছোট ছোট টুকরো করো কাটা) এলাচ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ জল: পরিমাণ মতো নানজাফরান: এক চিমটে

প্রণালী

ভাল করে ডাল ধুয়ে দু'ঘণ্টার জন্য ভিজিয়ে রাখুন। তার পরে পুরোপুরি জল ঝরিয়ে নিয়ে ডাল বেটে আলাদা করে রেখে দিন। এ বার কড়াইয়ে ঘি আর সুজি নিয়ে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। সুজির গন্ধ বেরোলে তার মধ্যে মুগ ডাল বাটা দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে রেখে মিশ্রণটি নাড়তে থাকুন, যাতে মুগ ডালের সঙ্গে ঘি একেবারে মিশে যায়। ধীরে ধীরে মিশ্রণটি মুচমুচে হয়ে আসবে। এই সময়ে দুধ দিয়ে দিন। তার পরে উপরে দিন জাফরান।

ক্রমাগত নাড়তে থাকুন, যত ক্ষণ না দুধের সঙ্গে মুগ ডালের মিশ্রণটি একেবারে মিশে যায়। ভাল মতো পুরোটা মিশে গেলে চিনি দিয়ে দিন। চিনি গলে গিয়ে মিশে গেলে এ বার অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণের চেহারা মোটামুটি মসৃণ হয়ে ধীরে ধীরে গাঢ় সোনালি রং হয়ে এলে ঘি ছেড়ে আসবে। তার পরে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, আর এলাচ গুঁড়ো দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়িয়ে নামিয়ে নিন। এ বার আরও কিছু বাদামকুচি উপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

জলখাবারে রাখুন ভিনদেশি প্যানকেক

লুচি- আলুরদম থেকে পোলাও-কালিয়া, কিচ্ছুটি বাদ থাকে না। চেনা খাবারে একঘেয়েমি এসে গেলে উতবের দিনগুলোয় বরং একটু স্বাদ বদল হোক? পাতে থাক ভিনদেশি কিছু রান্না। অল্প সময়ে রেঁধে নেওয়ার মতো একটি পদ নিঃসন্দেহে প্যানকেক। এই প্রতিবেদনে রইল রন্ধন-প্রণালী। মার্কিনি এই প্রাতরাশের উল্লেখ মেলে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যেও। মিষ্টি প্রেমী হলে ঝটপট শিখে ফেলুন প্যানকেক রান্নার সহজ উপায়। জেনে নিন কী কী লাগবে উপকরণ, দু'জনের জন্য কী ভাবেই বা তৈরি করবেন ৫ বা ৬টি প্যানকেক।

উপকরণ

ডিম ২টি
চিনি ১/২ কাপ
নুন এক চিমটে
দুধ ১ কাপ)
সাদা তেল / মাখন ৫০ গ্রাম
ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট ১ চা চামচ
ময়দা ১ কাপ বেকিং পাউডার ১ চা চামচ মধু (উপরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিমাণ মতো)

প্রণালী প্রথমে একটি বড় বাটিতে দু'টি ডিম ফেটিয়ে নিন। তাতে চিনি, নুন এবং দুধ মিশিয়ে সাদা তেল ঢালুন। রসনাকে আরও একটু প্রশ্রয় দিতে চান? তেলের বদলে একটু মাখন গলিয়ে নিয়ে ঢালুন মিশ্রণে। সুগন্ধের জন্য এ বার মেশান ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট। হুইস্কার বা বিটার দিয়ে ভাল ভাবে মিশ্রণটিকে নেড়েচেড়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে ময়দা এবং বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। এক হাতে মিশ্রণটি নাড়ানো বন্ধ না করে, অন্য হাতে তাতে ধীরে ধীরে এই ময়দা ও বেকিং পাউডারের মিশেলটি ঢালতে থাকুন। খেয়াল রাখুন ময়দা যেন কোনও ভাবেই দলা পাকিয়ে না যায়। মিশ্রণ আঠালো না হওয়া পর্যন্ত নাড়তেই থাকুন।এর পরে একটি চাটু বা তাওয়ায় সামান্য তেল ব্রাশ দিয়ে মাখিয়ে নিন। তেল গরম হলে আপনার মিশ্রণ থেকে অর্ধেক কাপ তুলে নিয়ে তা গোলাকারে ছড়িয়ে দিন তাওয়ায়। মাঝারি আঁচে এক থেকে দেড় মিনিট রাখলে মিশ্রণে বুদবুদ তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে। এই সময়ে খুন্তি নিয়ে অতি সাবধানে উল্টে দিন। একই ভাবে মিনিট দেড়েক সেঁকে দু'দিকেই বাদামি রঙের হালকা রং এলে তাওয়া থেকে প্যানকেক নামিয়ে রাখুন থালায়। মাথায় রাখবেন, সময়ের খানিক এদিক-ওদিক হলেই প্যানকেক হয় কাঁচা থেকে যাবে, কিংবা পুড়ে যাবে। বাকি মিশ্রণটিও শেষ করুন একই ভাবে। পাঁচ-ছ'টি প্যানকেক তৈরি হলে একটির উপরে অন্যটি চাপিয়ে সাজিয়ে নিন প্লেটে। ব্যস! পরিবেশনের আগে উপরে ছড়িয়ে দিন মধু।

ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব

লাগামহীন জীবনযাপন, বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা, অতিরিক্ত দূষণ শুধু শরীরে নয়, ত্বকেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে না চাইতেও কমবয়সে অকালে ত্বক বুড়িয়ে যায়। চেহারায় এসে পড়ে বার্ধক্যের ছাপ। প্রকৃতির নিয়ম মেনে বার্ধক্য আসবেই। কিন্তু সব সময় হিসাব-নিকাশ মেনেই বার্ধক্য আসছে, এমন নয়। চামড়া টানটান থাকছে না। তবে প্রাত্যহিক কয়েকটি অভ্যাসই পারে অকালবার্ধক্যকে দূরে রাখতে। রোদ থেকে সতর্ক হোন আপনার ত্বকে বয়সের ছাপ যদি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ ফেলতে পারে, সেটা রোদ। কাজেই রোদে বেরোলে সঙ্গে রাখুন ছাতা, টুপি, রোদচশমা। পরুন গা-ঢাকা জামা। আর অবশ্যই সানস্ক্রিন লোশন মাখতে ভুলবেন না। এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন মাখুন। রোদ থাকলে তো বটেই, এমনকি মেঘলা দিনেও সানস্ক্রিন মাখতে ভুলবেন না। যথেষ্ট ঘুম

প্রয়োজন রাতে ঠিকমতো ঘুমোচ্ছেন না? ত্বকে কিন্তু বয়সের ছাপ পড়তে বাধ্য। কারণ ঘুমোনোর সময় ত্বকে রক্তসঞ্চালন বেড়ে যায়, যা ত্বককে বলিরেখার হাত থেকে বাঁচায়। তাই প্রতিদিন ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোন। কম ঘুমোলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ বাড়ে, তা থেকে অচিরেই চেহারায় পড়তে পারে বার্ধক্যের ছাপ।

পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া করুন রোজ ডায়েটে এমন খাবার রাখুন, যাতে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের পরিমাণ বেশি। কারণ অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ খাবার ত্বককে নমনীয় করে ও অকালবার্ধক্যের সমস্যাকে সহজেই প্রতিহত করে। পাতে রাখুন বেল পেপার, ব্রকোলি, গাজর ও সবুজ শাকসব্জি। আর রোজ অন্তত বেদানা, ব্লুবেরি, অ্যাভোকাডো জাতীয় যে কোনও ফল খান। দিনের মধ্যে অন্তত এক বার গ্রিন টি খেতে পারেন।

ত্বককে আর্দ রাখুন একটা বয়সের পর রোজ নিয়ম মেনে ত্বককে ময়শ্চরাইজ করা জরুরি। কারণ মুখে ময়শ্চরাইজার লাগালে ত্বক অনেক বেশি আর্দ আর তরতাজা থাকে। বলিরেখার সমস্যাও কমে। তবে ময়শ্চরাইজার কেনার আগে দেখে নিন, তাতে যেন ভিটামিন সি বা ভিটামিন এ থাকে।

ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যেগুলি বেশি করে খাওয়া জরুরি

সবসময়ই রোগ-বালাইয়ের মরসুম। জ্বর, সর্দি-কাশি, হাঁচি লেগেই রয়েছে। সেই সঙ্গে দোসর ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে শরীরে চাই প্রতিরোধ শক্তি। সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাইরে থেকে আসে না। শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়। তার জন্য নজর দেওয়া প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ায়। কিছু খাবার রয়েছে, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যেগুলি বেশি করে খাওয়া জরুরি। তেমনই কিছু খাবার প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়েও দেয়। রইল তেমন কয়েকটি খাবারের তালিকা। জানা থাকলে সতর্ক থাকা সম্ভব। সোডা অনেকেই খাবারের পরে অল্প করে সোডা খাওয়া অভ্যাস করে ফেলেছেন। এমন ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ যে কোনও সোডায় চিনির পরিমাণ এতটাই বেশি থাকে, তা শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। ভাজাভুজি যে কোনও ভাজা খাবারে এতটা পরিমাণ স্নেহপদার্থ থাকে, যা শরীরের উপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এই ধরনের খাবার বেশি খাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না।

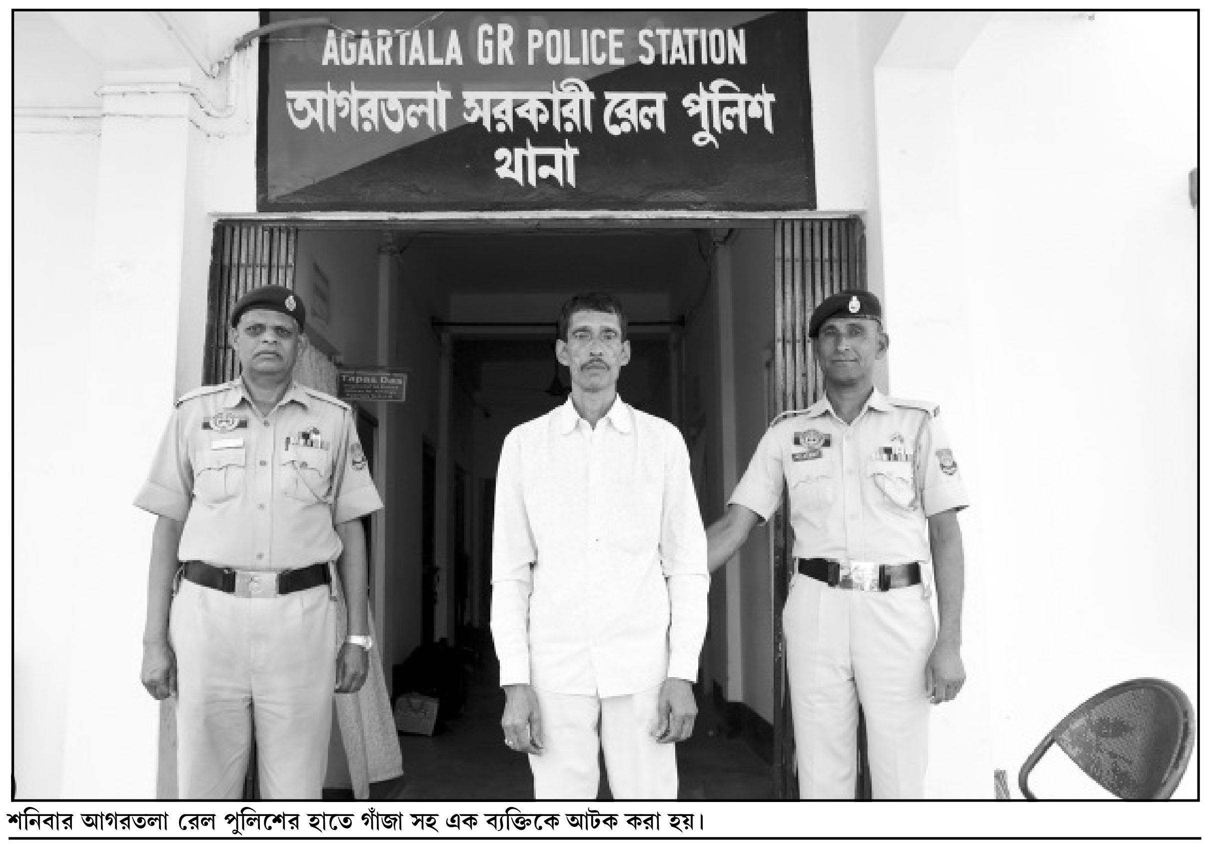

শনিবার আগরতলা রেল পুলিশের হাতে গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

গুয়াহাটিতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধিত রিলায়েন্সের ২৫০ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত ক্যাম্পা অ্যান্ড বেভারেজেস বটলিং প্ল্যান্ট

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটির চাংসারিতে রিলায়েন্স-এর নতুন ক্যাম্পা এবং বেভারেজ বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জেরিকোর অংশীদারিত্বে অত্যাধুনিক এই বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে রিলায়েন্স কনজিউমার প্রোডাক্টস।

রাজ্যে শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বহুল প্রত্যাশিত অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-এর মাত্র দুদিন আগে আজ শনিবার চাংসারিতে একটি অত্যাধুনিক পানীয় উৎপাদন কারখানা উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ক্যাম্পা এবং বেভারেজ বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে আয়োজিত সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিলায়েন্স কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড (আরসিপিএল) কর্তৃক ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পা কোলা প্ল্যান্টটি এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এতে কমপক্ষে ৩০০ জন যুবকের জন্য সরাসরি এবং প্রায় এক হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় ৬ লক্ষ বর্গফুটের বেশি এলাকা জমি জুড়ে তৈরি এই প্ল্যান্টটি এতদঞ্চলের বৃহত্তম পানীয় উৎপাদনকারী ইউনিটগুলির মধ্যে একটি। এর প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ কোটি লিটারেরও বেশি কার্বনেটেড কোমল পানীয় (সিএসডি) এবং প্রায় ১৮ কোটি লিটার প্যাকেজড পানীয় জল, যা ক্রমবর্ধমান ভোক্তা চাহিদার জন্য পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

অসমের দ্রুত শিল্প রূপান্তরের ওপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, 'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-এর প্রাক্কালে আমরা শিল্প প্রবৃদ্ধির উত্থান প্রত্যক্ষ করছি। জাগিরোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইনফোসিস একটি উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ আমরা এই উন্নত পানীয় ইউনিট চালু করার মাধ্যমে আরেকটি মাইলফলক অর্জন করছি। অসমে এখন বড় বড় শিল্প প্রবেশ করছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত তিন বছরে একাধিক সমঝোতা চুক্তিতে (মউ) স্বাক্ষর করেছে অসম। যার ফলে ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ হলো চাংসারিতে ব্যবসায়িক ইউনিটের জন্য জেরিকোর সাথে এক মউ চুক্তি স্বাক্ষর, যা রাজ্যের শিল্প উন্নয়নকে আরও জোরদার করবে।'

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সরকারের দায়বদ্ধতা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা চাকরির জন্য যুব পরিযায়ী রোধ করার প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'এ ধরনের শিল্পের শিকড় পোঁতার ফলে বেকার যুবাদের আর তাঁদের শহরের বাইরে কর্মসংস্থানের খুঁজে যেতে হবে না।'

চাংসারিতে তৈরি পানীয় কারখানাটি আরসিপিএল-এর প্রধান পানীয় ব্র্যান্ড, যার মধ্যে রয়েছে ক্যাম্পা কোলা, ক্যাম্পা অরেঞ্জ এবং ক্যাম্পা লেমন। এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং শিওর ওয়াটার লেবেলের অধীনে প্যাকেজজাত পানীয় জল তৈরি করবে এই ইউনিট।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষ ক্যাম্পার পণ্য খুবই সাশ্রয়ী মূল্যে কিনতে পারবেন। ক্যাম্পা কোলার এটাই একটা বড় সুবিধা। যদিও তাঁরা সাশ্রয়ী মূল্যে দিচ্ছে, তাঁরা মানের সাথে কোনও আপস করছে না, যা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সমতুল্য। আমি বিশ্বাস করি, এই ব্র্যান্ডটি আরও শক্তিশালী হবে এবং আরও সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। আমি রিলায়েন্স কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেডের পাশাপাশি জেরিকোর প্রতিও শুভকামনা জানাই। তাঁদের এই যাত্রা অত্যন্ত সফল হোক এবং অসমের জনগণের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হোক। পানীয় তৈরির যাত্রায় এটাও প্রতিফলিত হোক যে ভারতীয় একটি ব্র্যান্ড বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।' ক্যাম্পা এবং বেভারেজ বটলিং প্ল্যান্টের কৌশলগত সম্প্রসারণের বিশদ বিবরণ দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন রিলায়েন্স কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেডের সিওও কেতন মোদী।

পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ডায়মন্ড হারবার সরকারি পলিটেকনিক কলেজের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল মেসের ঘর থেকে। ওই ছাত্রের নাম নয়ন গিরি। বছর আঠারো বয়স। ওই মেসেই ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। শনিবার সকালে সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এলাকার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। ইতিমধ্যেই তাঁর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, কাকদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন নয়ন। ডায়মন্ড হারবারের কলেজে তিনি আইটিআই পড়তেন। শনিবার সকালে মেসের রুমে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সেখানকার আবাসিকরা। তাঁদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

কী কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এলাকার এই বাড়িতে ছাত্রদের মেস রয়েছে। আইটিআই-র পড়ুয়ারা ওই মেসে থেকে পড়াশোনা করেন। চার, পাঁচ জন পড়ুয়া থাকেন এখানে।

কী ভাবে কী ঘটল, মেসের অন্য আবাসিকরা তা বলতে পারছেন না। নয়নের রুমমেট এ দিন সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তার পর এই ঘটনা ঘটে। তিনি ফোন পেয়ে মেসে ফেরেন। মৃত পড়ুয়ার বাড়ির লোকজন এসে পৌঁছলে বোঝা যাবে, ওই ছাত্রের ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা ছিল কি না। কলেজেও কোনও সমস্যা হয়েছিল কি না, তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ভাষা নিয়ে বিবাদ কর্ণাটকে; চালক ও কন্ডাক্টর প্রহৃত, ধৃত ৪ অভিযুক্ত

বেলগাভি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভাষা নিয়ে বিবাদের জন্য কর্ণাটকের বেলগাভিতে আক্রান্ত হলেন একটি বাসের চালক ও কন্ডাক্টর। এই ঘটনায় ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সুলেভাভির কাছে। উত্তর পশ্চিম কর্ণাটক রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একটি বাসের চালক এবং কন্ডাক্টরকে ভাষা নিয়ে বিবাদের জেরে একদল যুবক নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। ধৃতদের নাম - মারুতি তুরুমরি, রাহুল নাইডু এবং বালু গোজাগেকার।

হাসপাতালে বিছানা থেকে আহত কন্ডাক্টর মহাদেব হুক্কেরি বলেছেন, 'বাসে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ বসে ছিলেন, বাসের বেশিরভাগ যাত্রীই মহিলা, আমি টিকিট কাটছিলাম, কর্ণাটকে, বাসে মহিলাদের জন্য যাত্রা বিনামূল্যে। পুরুষের সঙ্গে বসা মহিলা দু''টি ফ্রি টিকিট চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে একটি দিয়েছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কার জন্য দ্বিতীয় টিকিট চান, সে পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করে।

কিন্তু, আমি তাদের বলেছিলাম, কর্ণাটকে পুরুষদের জন্য বাসে চড়া বিনামূল্যে নয়। তারপর তাঁরা আমাকে মারাঠিতে কথা বলতে বলে, কিন্তু আমি মারাঠি জানি না এবং তাঁদের বলি আমার সাথে কন্নড় ভাষায় কথা বলতে। বাসে থাকা ৬-৭ জন আমার ওপর হামলা চালায়। বাস থামানোর পর সেখানে প্রায় ৫০ জন ছিল এবং তারা আমাকে মারধরও করে।'

বাইক থেকে নামিয়ে পিটিয়ে খুন তৃণমূল নেতাকে

বীরভূম, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): খুন হলেন এক তৃণমূল নেতা। একা পেয়ে বাইক থেকে নামিয়ে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকড়তলা থানার বড়রা গ্রামে। শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল নেতার নাম শেখ নিয়ামুল। শুক্রবার রাতে বড়রা বাসস্ট্যান্ড থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকা গ্রামের গরিব পাড়া সংলগ্ন এলাকায় নিয়ামুলের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীর দল। তাঁকে বাইক থেকে নামিয়ে পাথর ও লোহার রড-সহ একাধিক ভারী বস্তু দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাথর দিয়ে নিয়ামুলের মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় বলে দাবি পরিবারের।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকড়তলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। নিয়ামুলকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। যাওয়ার পথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি, তৎপর পুলিশ

জয়পুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জেল থেকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মাকে প্রাণনাশের হুমকি দিল এক বন্দি। এই হুমকির প্রেক্ষিতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজস্থান পুলিশ। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার বিষয়ে দৌসার এএসপি গুরু শরণ রাও বলেছেন, 'গতকাল মধ্যরাতে আমরা তথ্য পেয়েছি, সালাওয়াস জেলের একজন দণ্ডিত বন্দি রিঙ্কু মেঘওয়াল মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দিয়ে জয়পুর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছে।'

এএসপি গুরু শরণ রাও আরও বলেছেন, 'পরবর্তী দিন সকালে আমরা কারাগারে তল্লাশি অভিযান চালাই। আমরা অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছি। মোবাইল ফোন যাতে কারাগারে প্রবেশ করতে না পারে এবং অফিসাররা সেখানে জ্যামার লাগাতে পারে তার জন্য আমরা কঠোর ব্যবস্থা করছি।'

রবিবার মধ্যপ্রদেশ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, রাত্রিবাস করবেন রাজভবনে

ভোপাল, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল, রবিবার মধ্যপ্রদেশ সফরে যাচ্ছেন। সারা দিন অনেক কর্মসূচির পর ভোপালের রাজভবনে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শনিবার ভোপালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির ব্যাপারে ফের সরব তথাগত

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মুক্তির ব্যাপারে ফের সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমরা কি বাংলাদেশের হিন্দু হৃদয় সম্রাট চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর কথা ভুলে গেছি? অবিশ্বাস্যভাবে সাহসী সন্ন্যাসী, তীব্র বক্তা। তিনি সেখানকার নির্যাতিত হিন্দুদের একত্রিত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন! কাপুরুষ ইউনূস ভয় পেয়ে তাঁকে আটকে রেখেছিলেন। ভারতকে অবশ্যই তাঁকে মুক্ত করতে হবে। ভারত যদি না করে, তাহলে আর কে করবে? সারা বিশ্বের হিন্দুরা ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।" তথাগতবাবু এই বার্তা নরেন্দ্র মোদী ও ডঃ এস জয়শঙ্করের এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে সমাবেশ করেছিল বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ। সেই সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুও। সেই সমাবেশেই নাকি তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছিলেন। এই অভিযোগেই চট্টগ্রামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। গত ৩১ অক্টোবর চিন্ময় দাস-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন সেই নেতা। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই গত ২৫ নভেম্বর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেফতার করে ঢাকা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। এরপর তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও তিনি জামিন পাননি।

আরও তীব্র আন্দোলনের কর্মসূচীর ডাক সেলিমের

হুগলি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আরও তীব্র আন্দোলনের কর্মসূচী এবং সময়ের উপযোগী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ডাক দিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

পশ্চিমবঙ্গের গরিব প্রান্তিক মানুষের বিপন্নতা উল্লেখ করে রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনে তাঁর ভাষণে সেলিম বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউট, বেকারী, ফসলের দাম না পাওয়া, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যাওয়া এই সব ক্ষেত্রে আমরা বামপন্থীরা কেবল প্রতিক্রিয়া দেখানোর কাজে আবদ্ধ থাকবো না। আমরা বাম বিকল্প নিয়ে ইতিবাচক হস্তক্ষেপের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী নেবো।

তিনি বলেন, প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে বিশেষত গ্রামীণ গরিবের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ স্থাপন করে লড়াই তীব্র করে তুলবো। মিথ্যা মামলা, হামলা, জেল ইত্যাদির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী কর্মীরা লড়াই করছেন, এই সম্মেলনে আলোচনার পর আমরা আরও তীব্র আন্দোলনের কর্মসূচী নেবো।

একই সঙ্গে সময়ের উপযোগী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রজন্মের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে, নেতৃত্বে তুলে এনে, পার্টিকে নিষ্ক্রিয়তামুক্ত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করার আহবান জানিয়েছেন সেলিম।

রাজ্য সম্মেলনে সিপিআই (এম)'র পলিট ব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, বৃন্দা কারাত, সূর্য্য মিশ্র, এম এ বেবি, তপন সেন, অশোক ধাওয়ালে, নীলোৎপল বসু, রামচন্দ্র ডোম প্রমুখ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত রয়েছেন। রামচন্দ্র ডোম, অমিয় পাত্র, নিরাপদ সর্দার, সমন পাঠক ও জাহানারা খানকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করছেন।

পথ দুর্ঘটনার কবলে প্রয়াগরাজগামী পুণ্যার্থীরা; নিহত ২, আহত ৩ জন

রায়পুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বেঙ্গালুরু থেকে প্রয়াগরাজ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন পুণ্যার্থীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কেশকাল এলাকার বড় মোড়ের কাছে। শনিবার সকালে এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয় এবং ৩ জন গুরুতর আহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি গাড়িতে ৬ জন যাত্রী বেঙ্গালুরু থেকে প্রয়াগরাজ যাচ্ছিলেন। কেশকাল অঞ্চলের জাতীয় সড়কের বড় মোড়ের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত ৩ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিপ্লবী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী পালন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী ও বিশিষ্ট আইনজীবী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হলো শনিবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালা রায়, দেবাশিস কুমার—সহ পুরসভার আধিকারিকরা।

শনিবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মালা রায় ও দেবাশিস কুমার। এছাড়া কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে অন্যান্য আধিকারিকরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। মালা রায় জানান, প্রতিবছর বিপ্লবী যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর জন্মবার্ষিকী কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মনীষীদের অবদান আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁদের আদর্শ এবং আত্মত্যাগ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পরিসংখ্যান

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে মোট ৫ টি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে প্রথমটি ২০০৪ সালে হয়েছিল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত বনাম পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল ৫টি ম্যাচে। এর মধ্যে ভারত জিতেছে ২টিতে আর পাকিস্তান জিতেছে ৩টিতে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান শেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০১৭ সালে, যখন পাকিস্তান তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে ১৮০ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছিল।চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ফলাফল :

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ পাকিস্তান ৩ উইকেট জয়ী
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পাকিস্তান ৫৪ রান জয়ী
৫ জুন, ২০১৩ ভারত ৮ উইকেটে জয়ী
৪ জুন, ২০১৭ ভারত১২৪ রানে জয়ী
১৮ জুন, ২০১৭পাকিস্তান ১৮০ রানে জয়ী

অনন্তনাগে এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

অনন্তনাগ, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহোড়া এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক পরিস্থিতিতে দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা, ৩১ বছর বয়সি কৃষ্ণ কর্মাল (৩১) হিসেবে নিশ্চিত হয়েছে। তাঁর দেহ বিজবেহোড়ার কানজিগুন্ড এলাকার একটি রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সিমলাপালে বিজেপির সমাবেশে পুলিশের বাধা

বাঁকুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি স): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মন্তব্য করা ঘিরে বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় সিমলাপাল থানার পুলিশ বিজেপি কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্ব আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শনিবার বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল জানান, প্রয়োজনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। উল্লেখ্য, বিধানসভায় মহাকুম্ভ নিয়ে করা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সনাতন ধর্মের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছে বলে দাবি করে বিজেপি। এই দাবিতেই সিমলাপাল স্কুল মোড়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে সিমলাপাল থানার পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, পুলিশ অহেতুক ধাক্কা মেরেছে ও মারধর করেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি আলোক মোহান্তি। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা সিমলাপাল থানা ঘেরাও করেন এবং বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, পুলিশের এই অতিসক্রিয়তা তাঁদের দমানো যাবে না।

শনিবার বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপির বিশাল জমায়েত হয়। খবর পেয়ে সিমলাপাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়েছে এবং তাঁদের এক শীর্ষ নেতা আহত হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে এদিন সিমলাপাল থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় ছাড়পত্রে জাল ওষুধ, বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের

পশ্চিম বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "ভুয়ো ওষুধের জন্য মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। এর দায় কেন্দ্রের', দুর্গাপুরে ইএসআই হাসপাতালে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধনে এসে এই বিস্ফোরক দাবি করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের কীর্তি আজাদ।

শনিবার দুর্গাপুরে ইএসআই হাসপাতালে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট ও সি আর্ম মেশিনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং সাংসদ কীর্তি আজাদ।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর শিল্পতালুকে ছোট বড় অনেক বেসরকারি কলকারখানা রয়েছে। সেই কারখানাগুলিতে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মরত। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এই সব কলকারখানায়। অসংগঠিত সংগঠনের শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ইএসআই হাসপাতাল থাকলেও সেখানে কোনও ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট ছিল না। ফলে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি নার্সিংহোমগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এবার সেই সমস্যার সমাধান হল বলে দাবি করা হয়েছে। দুর্গাপুর ইএসআই হাসপাতালে উদ্বোধন হল ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট। এছাড়াও সি-আর্ম মেশিনেরও উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ও সাংসদ কীর্তি আজাদ। এই মেশিনের মাধ্যমে দ্রুত আঘাতের জায়গা চিহ্নিত করে কম সময়ের মধ্যে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা জুডিশিয়াল এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিবেকানন্দ সেবা সম্মান ২০২৫-এ ভূষিত কার্তিক মহারাজ

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহানগরী কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শ্রী বড় বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় কর্তৃক প্রবর্তিত এই বছরের ৩৯-তম 'বিবেকানন্দ সেবা সম্মান' পাচ্ছেন বিশিষ্ট সনাতন সংস্কৃতির রক্ষক, হিন্দু জাগরণের পথিকৃৎ তথা নিবেদিতপ্রাণ সেবাপ্রিয় যোদ্ধা সন্ন্যাসী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেলডাঙার অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী শ্রী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। পশ্চিমবঙ্গে সেবামূলক কাজে অনন্য অবদানের জন্য আগামী ২ মার্চ ২০২৫, সকাল ১১টায় রথীন্দ্র মঞ্চ (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি) ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৭-এ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানিত করা হবে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ এবং মূল বক্তা হিসেবে থাকবেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ এবং প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী বলবীর পুঞ্জ।

বিশিষ্ট লড়াকু সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ) পশ্চিমবঙ্গে সেবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক, শিক্ষা ও আদিবাসী ক্ষেত্রে সেবা এবং স্বাস্থ্যসেবার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মশ্রী" সম্মানে ভূষিত করেছে। ১৯৮২ সালে তিনি বেলডাঙায় হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করেন এবং বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সেবা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, তিনি ৩টি প্রাণবানন্দ বিদ্যা মন্দির, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শ্রেণীর শিশুদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, শিশুদের জন্য একটি পার্ক, একটি খেলার মাঠ, একটি বৃদ্ধাশ্রম এবং একটি গোয়ালঘর এবং একটি বৃহৎ পুকুর তৈরি করেন, যা তাঁর সদিচ্ছার পরিপূর্ণতার একটি প্রশংসনীয় কাহিনী। তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে, ৬টি হিন্দু মিলন মন্দির ছাড়াও, এলাকায় ২১টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী-সহ সমস্ত শ্রেণীর ১১০০০ শিক্ষার্থী (যার মধ্যে ৪০০০ মুসলিম) শিক্ষার সুবিধা পাচ্ছেন।

৪৫০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে রাখার জন্য একটি পৃথক ছাত্রাবাস তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এবং তিনটি চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতায় 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' সফলভাবে আয়োজনের রেকর্ড স্থাপন করেছেন, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। 'ন দৈন্যম ন পালায়নম'-এর চেতনায় স্বামীজি তাঁর বক্তৃতা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলায় এক নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বে ধর্মের রক্ষক অনুভব করতে শুরু করেছে। স্বামীজি যিনি হিন্দু জাগরণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ'-এর চিরন্তন ঐতিহ্যের পথে নিরন্তর এগিয়ে চলেছেন এবং আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের পথ প্রশস্ত করছেন।

বর্তমানে সীমিত অঞ্চলে হলেও, তিনি হিন্দু জাগরণে প্রাণশক্তি জানিয়ে তুলছেন, যেন আশার এক উজ্জ্বল রশ্মি। ১৯৮৭ সালে, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কুমার সভা গ্রন্থাগার স্বামীজির আদর্শ অনুসারে সমাজসেবা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য এই বার্ষিক পুরস্কারের শুভারম্ভ করে। প্রথম সম্মাননাটি নাগাল্যান্ডের রানী গাইদিনলিউকে দেওয়া হয় এবং গত বছরের সম্মাননাটি ত্রিপুরার একটি সুপরিচিত সামাজিক সংগঠন শান্তি কালী মিশনকে উৎসর্গ করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চে ল্যান্ডলাইন ফেটে বিস্ফোরণ, একজন জওয়ান আহত

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চ জেলায় ল্যান্ডমাইন ফেটে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন একজন জেনে জওয়ান। শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর রুটিন টহলের সময় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে একজন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ১০.৫০ মিনিট নাগাদ মেন্ধরের কৃষ্ণা গালি সেক্টরে নাঙ্গি-টাকেরি এলাকায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়।

অসাবধানবশত ল্যান্ডমাইন পা রাখলে বিস্ফোরণ হয়, সেই বিস্ফোরণে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা বিপদমুক্ত।

স্মার্ট সিটি পার্কে বৃক্ষচারা রোপণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ চৌহানের

ভোপাল, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালের স্মার্ট সিটি পার্কে বৃক্ষচারা রোপণ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে চারা রোপণ করেন। তিনি বলেন, আসুন আমরা সবাই মিলে পৃথিবীকে সবুজ ও সমৃদ্ধ করে তুলি। গাছপালা আমাদের বাঁচার অক্সিজেন দেয়। আমাদের পৃথিবীকে সবুজ, সুন্দর এবং সমৃদ্ধ করে তোলে। সবাইকে তিনি অন্তত একটি গাছ লাগানোর কথা জানান। বলেন, আপনাদের বিশেষ অনুষ্ঠানে গাছ লাগানোর অনুরোধ জানাই।

সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন উত্তর প্রদেশের কৃষিমন্ত্রী সূর্য্য প্রতাপ শাহী

প্রয়াগরাজ, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কৃষিমন্ত্রী সূর্য্য প্রতাপ শাহী শনিবার ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেন। পুণ্যস্নানের পর তিনি বলেন যে, প্রয়াগরাজের পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর।

তিনি এও বলেন যে, কুম্ভনগরী প্রয়াগ ভূমিতে আসার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। এই ভূমির প্রতিটি কণা এতই পবিত্র যে এখানে এসেই এক অনন্য অনুভূতি হয়। তিনি বলেন, মা গঙ্গার সবাইকে আশীর্বাদ করুন, এটাই প্রার্থনা।

পঞ্চায়েত অফিসে দলীয় পতাকা, বিতর্ক পানাগড়ে

দুর্গাপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সরকারি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দলীয় পতাকা। পঞ্চায়েত অফিস না কি দলীয় কার্যালয়এই প্রশ্ন ঘিরে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে পানাগড় বাজারের কাঁকসা পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘিরে। শনিবার ওই কার্যালয়ে একগোছা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা দেখা যায় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানাগড় বাজারের উপরেই রয়েছে কাঁকসা পঞ্চায়েত কার্যালয়। সেখানকার সিঁড়ির নিচে বাঁশ কাঠিতে লাগানো তৃণমূলের একাধিক দলীয় পতাকা মজুত থাকতে দেখা যায়। অভিযোগ, ওই পতাকাগুলি মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করা হয় এবং ফের সেখানেই রাখা হয়। শনিবার বিষয়টি নজরে আসতেই বিজেপি প্রতিবাদে সরব হয়।

পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার বলেন, সরকারি কার্যালয়টিকে তৃণমূল নিজেদের দলীয় কার্যালয়ের মতো ব্যবহার করছে। সরকারি অফিসে দলীয় পতাকা মজুত রাখা হচ্ছে, যা একেবারেই অনৈতিক। এটি যেন তৃণমূলের মজুতঘরে পরিণত হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। পঞ্চায়েত অফিস সরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনও দলীয় সম্পত্তি নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামব। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাঁকসা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক। তিনি বলেন, দলের কেউ সেখানে পতাকা রাখেনি। এটি বিরোধীদের অপপ্রচার। খবর পাওয়ার পরই পতাকাগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লিলুয়ায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি, তদন্তে পুলিশ

হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়ার লিলুয়ায় আক্রান্ত হলেন এক ব্যবসায়ী। শুক্রবার রাতে ওই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। রাজেশ সিং নামে ওই ব্যবসায়ীরা পেটে গুলি লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে রাজেশ নিজের ফ্ল্যাটের সামনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাস্তার পাশে আচমকা বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। পেটে গুলি লাগে। ওই ব্যবসায়ীর ভাই নীতেশ জানান, দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। মুখ ঢাকা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এফবিআই-এর ডিরেক্টর হলেন কাশ প্যাটেল, গীতা ছুঁয়ে নিলেন শপথ

ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল আমেরিকার এফবিআই-এর নবম ডিরেক্টর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছেন। এফবিআই-এর ডিরেক্টর হওয়া নিজের জীবনের এক বিরাট সম্মান হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্যাটেল। গত বৃহস্পতিবার আমেরিকার সেনেটে ৫১-৪৯ ভোটে কাশের নিয়োগ অনুমোদিত হয়। দুই রিপাবলিকান তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। বাইডেন প্রশাসনের অবসানের পর ক্রিস্টোফার রে পদত্যাগ করায় কাশ প্যাটেল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।আমেরিকায় গীতা ছুঁয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর প্রধান হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল। এই প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত এফবিআই-এর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ ঘনিষ্ঠ কাশ। তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও ট্রাম্প উপস্থিত ছিলেন। কেন তিনি কাশকে পছন্দ করেন, কেন তাঁকেই এই পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয়, জানিয়েছেন ট্রাম্প।

শনিবার হোয়াইট হাউসের ইইওবি ভবনে ভারতীয় চুক্তি কক্ষে কাশের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি। এফবিআইয়ের ডিরেক্টর হিসাবে শপথগ্রহণের সময়ে গীতার উপরে হাত রেখেছিলেন কাশ।

রাম মন্দির চত্বরে জনস্রোত, রামলালার দর্শন লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

অযোধ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় প্রতিদিনই আসছেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পরই অযোধ্যা যাচ্ছেন অধিকাংশ পুণ্যার্থী, সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর অযোধ্যায় রামমন্দিরও দর্শন করছেন। আর তাই রামমন্দিরে প্রতি দিন ভিড়ের চাপ বাড়ছে। শনিবারও রামমন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গেল পুণ্যার্থীদের।

গত কয়েক দিনে বিপুল জনসমাগম হয়েছে রামমন্দির দর্শনে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নানের পাশাপাশি অযোধ্যায় যাচ্ছেন মন্দির দর্শনে। শনিবার সকালেও শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির চত্বরে ব্যাপক ভিড় দেখা গিয়েছে ভক্তদের।

মরিশাসের জাতীয় দিবসে প্রধান অতিথি মোদী, আপ্লুত সে দেশের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম নিজেই এই কথা জানান। মরিশাসের সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আসন্ন জাতীয় দিবসের উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতো একজন রাষ্ট্রনেতাকে আপ্যায়নের সুযোগ অনেক বড় সম্মানের বলেই উল্লেখ করেন তিনি।

সংসদে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আসতে রাজি হয়েছেন। এটা আমাদের দেশের সৌভাগ্য যে তাঁর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও আসতে রাজি হয়েছেন।"

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতার বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মরিশাস প্রতি বছর ১২ মার্চ দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত বছর মরিশাসের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

সমবায় মন্ত্রকের মাধ্যমে দেশে অনেক কিছুর বিপ্লব ঘটেছে : অমিত শাহ

পুণে, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে-তে শনিবার জনতা সহকারী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অমৃত মহোৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন সমবায় মন্ত্রকের গুরুত্ব তুলে ধরে অমিত শাহ বলেছেন, সমবায় মন্ত্রকের মাধ্যমে দেশে অনেক কিছুর বিপ্লব ঘটেছে। অমিত শাহ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের জন্য দু"টি লক্ষ্য স্থির করেছেন - ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত এবং ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি। এই দু"টি লক্ষ্য সমবায় ক্ষেত্রে অবদানের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে এবং সেই কারণেই তিনি কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রকের সূচনা করেছেন। এই মন্ত্রকের মাধ্যমে, দেশে অনেক কিছুর বিপ্লব ঘটেছে। মন্ত্রক "সহকার সে সমৃদ্ধি" নীতির উপর কাজ করে এবং এই জনতা সহকারি ব্যাঙ্কও একই ধারায় কাজ করে।'

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে ১, ৪৬৫টি শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং ৪০০টিরও বেশি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে রয়েছে। আমরা একটি আমব্রেলা সংস্থা সক্রিয় করছি, যা সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্ককে সাহায্য করবে। আমব্রেলা সংস্থার জন্য ৩০০ কোটি টাকার বাজেটও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।'

মহাকুম্ভ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাংলার ৪ পুণ্যার্থীর, জখম আরও ৬

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভ মেলায় যাওয়ার পথে ফের দুর্ঘটনা। এবার মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গের চার পুণ্যার্থীর। জানা গিয়েছে, মৃতরা হুগলির কামারপুকুরের বাসিন্দা। তাঁরা একটি গাড়িতে চড়ে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার গভীর রাতে তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ধানবাদের জিটি রোডে রাজগঞ্জের ডালুডিহের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এসইউভি-তে চালক ছাড়া তিন জন মহিলা যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার জেরে চালক-সহ চারজনেরই মৃত্যু ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, একটি লরির সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষের জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে আরও একটি চার চাকা গাড়ি। সেটিও পিছন থেকে এসে এই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। সেই গাড়িটিরও ৬ জন যাত্রী জখম হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করতে প্রয়াগরাজে জেপি নাড্ডা

প্রয়াগরাজ, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করতে প্রয়াগরাজে পৌঁছলেন জেপি নাড্ডা। জানা গেছে, শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পৌঁছন পুণ্যস্নানের জন্য। বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাঁকে স্বাগত জানান উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরী।

জানা যাচ্ছে, সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে গঙ্গা পূজা করবেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি। তারপর হনুমানজির মন্দিরে গিয়ে পূজা করবেন। এরপরে অক্ষয় বট দর্শন করবেন তিনি।

রাজ্যপাল রমেন ডেকার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকের

রায়পুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক। জানা গেছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ব্রহ্মাকুমারী (বি. কে) সবিতা শনিবার রাজভবনে সাক্ষাৎ করেন ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকার সঙ্গে। তিনি শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রমেন ডেকাকে আমন্ত্রণ জানান। উপস্থিত ছিলেন বি. কে রশ্মি, বি. কে পূর্ণিমা, মণীশ দুধওয়ানি প্রমুখ।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যুবক। শনিবার সকালের এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইকে করে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। হঠাৎ ব্রিজের এক ধারে বাইক থামিয়েই দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দেন তিনি।

ঘটনার সময়ে আশেপাশে যে গাড়িগুলি ছিল সেগুলি থেমে যায়। বেশ কয়েকজন নেমে এসে ব্রিজের রেলিংয়ে ঝুঁকে দেখতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও ডাকা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গায় উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ।

যে সময়ে যুবক ঝাঁপ দিয়েছিলেন তখন বেশ কয়েকজন মাঝি ছিলেন গঙ্গায়। তাঁরাই যুবককে উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন যুবক।

কী কারণে যুবক এমন ঘটনা ঘটালো তা জানতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে পুলিশ। আপাতত জানা গেছে, যুবকের নাম জাভেদ (৪০)। তিনি হাওড়া থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই আত্মহত্যার চেষ্টা নাকি, অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস, তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা

রায়পুর, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। রায়পুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ছত্তিশগড়ের উত্তরাঞ্চলের কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, কিছু এলাকায় বজ্রপাত-সহ ঝড় হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী দুই দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে দুর্গে, আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৯ ডিগ্রি ছিল অম্বিকাপুরে।

২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি

● প্রথম পাতার পর

করা হবে। এদিন সংগঠনের এক নেতার দাবি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্লেনারি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নেতৃত্ব রদবদল করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে।অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করবে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিপরা মথা সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন, সভাপতি বিজয় কুমার রঙ্খল সহ ত্রিপরা মথার মন্ত্রীগন বলেন ইয়ুথ ত্রিপরা ফেডারেশনের নেতৃত্ব।

এদিন তিনি বলেন, আগামী দিনে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সাংবিধানিক সমাধান, ককবরক ভাষাকে রোমান হরফ, টিটিএএডিসি (ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ) দ্বারা অনুমোদিত বেশ কয়েকটি বিল আইনে পরিণত করার জন্য আন্দোলন জোরদার করা হবে।

গত অর্থবছরে

● প্রথম পাতার পর

হবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিএসটি চালুর ফলে প্রাথমিকভাবে কর প্রদান প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার মতো কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ত্রিপুরা রোড ডেভেলপমেন্ট সেস এর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

যার ফলে সেস রাজস্ব ৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের আবগারি রাজস্ব ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একাধিক সংস্কার করা হয়েছে। ফার্স পয়েন্ট টেক্সেশান সিস্টেম, ই-আবগারি পোর্টাল ইত্যাদি একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কর ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। করদাতাদের ডিজিটাল বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং কর ফাঁকি রোধে ট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, জিএসটি চালু হওয়ায় রাজ্যে কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং কর বৃদ্ধি প্রতিফলিত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিভিন্ন কর খাতে রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি কর আদায় হয়েছে। কর প্রদানকারী জনগণের সঙ্গে সরকার একত্রিত হয়ে কাজ করার ফলেই রাজ্যে কর আদায়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। কর ব্যবস্থাকে সহজতর করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র, মিশন জিরো ফেক রেজিস্ট্রেশান, কর সাথী পোর্টাল চালু জনগণ ও করদাতাদের সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য ট্যাক্স চিফ কমিশনার বিবেক এইচ বি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং জিরো ফেক রেজিস্ট্রেশান মিশন-এর সূচনা করেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশনের নতুন প্রতীকের উন্মোচন এবং মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এআই চালিত চ্যাটবট "কর সাথী"র সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত বিশিষ্ট করদাতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ পারফর্মিং চার্জ এবং কর আধিকারিকদেরও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশনের কর্মকান্ড সম্বলিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অ্যাডিশনাল কমিশনার অব স্টেট ট্যাক্সেস এল রাখল।

রাজ্যের যুব সমাজকে

● প্রথম পাতার পর

সরকার, কর্মসংস্থানের সংকট এবং নেশার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। শাসক দলের কর্মকর্তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, এবং রাজ্যে মাফিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি যুব আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে আহ্বান জানান।

এদিনের সভায় রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন, যা নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় উঠে আসে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সংকট, শাসক দলের দুর্নীতি, নেশা, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সড়ক ব্যবস্থার অবস্থা। ২২ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্মল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেমনআগামী এপ্রিল মাসে জেলা শাসকের অফিস অভিযানে যাওয়া, ২৩ মার্চ শহীদ দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির এবং সেমিনার আয়োজন, মে মাসে সম্মেলন প্রক্রিয়া শুরু করা এবং কিউবার প্রতি সংহতি কর্মসূচি নেওয়া।

এছাড়া, রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি এবং শাসক দলের থ্রেট কালচার এর বিরুদ্ধে যুব আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

গাড়ি ও

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে গাড়ির চালক। এদিকে, হাসপাতালে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

রাস্তা ও

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা।

ঘটনার খবর পেয়ে পঞ্চায়েত কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পঞ্চায়েত প্রধান জলের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এলাকাবাসীকে অবগত করলে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

AFFIDAVIT

Scenario 01

1. (Old name) (S/o, or D/o, or W/o) (name) resident of (Full address) do hereby declare the I have changed my name from (old name) to (new/ Correct name) and henceforth I shall be known as (new / correct nam) in all purpose, vide affidavit no.......... sworn before the Notary Public at (place) on (date). (new / correct name) and (old name) both are same and one identical person.

অঙ্গন

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবারও জয় পেয়েছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজধানীর ভোলাগিরি স্টেডিয়াম মাঠে এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ক্রিকেট টিম প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে জেআরসি নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ৭০ রাম সংগ্রহ করে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জেআরসি ৫৬ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে সুভাষ চক্রবর্তী, সেরা বোলার হিসেবে সন্দীপ বিশ্বাস, ১২ রানে ৩টি উইকেট এবং সর্বাধিক ৩০ রান সংগ্রহের সুবাদে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে ওপেনার মেঘধন দেবকে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ক্রিকেট টিমের হয়ে সন্দীপ (অধিনায়ক), সুমন, অসিত, চিরঞ্জিৎ, সুমিত, তন্ময়, ধ্রুব, অভিজিৎ, অমরেশ, রাহুল, প্রশান্ত যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অনির্বাণ (অধিনায়ক), মিলটন, দিব্যেন্দু, জাকির, মেঘধন, বিশ্বজিৎ, সুব্রত, আশীস, সুভাষ, রঞ্জিত, অনিমেষ, অঞ্জন দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শুরুর প্রাক মুহূর্তে এক বিশেষ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্ণধার রূপক সাহা, ডিরেক্টর ঋষিরূপ সাহা এবং জেআরসি-র সভাপতি, সম্পাদক এ ধরনের প্রীতি ম্যাচের বিশেষ উপযোগিতার কথা তুলে ধরে আগামী দিনেও তা জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। জেআরসি-র পক্ষ থেকে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার এবং ডিরেক্টরকে সংবর্ধিত করা হয়। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর ঋষিরূপ সাহা, প্রসেনজিৎ বর্ধন, সৌরজিত রায়, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অভিষেক দে প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার-ট্রফি তুলে দেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক শ্রীদে দু-দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্কোরার, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফটিকরায়ে দিবারাত্রি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো শুরু হতে চলেছে দিবারাত্রি ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ। আগামী দুই মার্চ থেকে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হবে এই ক্রিকেটের আসর। মূলত যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে ময়দান মুখী করার লক্ষ্যেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। খেলা হবে সেভেন এ সাইড। প্রতি ইনিংস ৬ ওভার।

খেলায় চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য থাকবে নগদ এক লক্ষ টাকার পুরুষ্কার। রানার্স দল পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়াও টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারকে দেওয়া হবে ট্রফি সহ ১৫০০০ টাকা এবং ফাইনাল ম্যাচে সেরা ক্রিকেটারের জন্য থাকছে ট্রফি সহ পাঁচ হাজার টাকা। শনিবার ফটিকরায় স্কুল মাঠে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান তরুন প্রজন্মকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে এবং মাঠমুখী করতেই এই উদ্যোগ। খেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ফটিকরায়ের স্কুল মাঠে শুরু হয়েছে মাঠ সংস্কারের কাজ। এই টুর্নামেন্টে যারা অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে পাঁচ হাজার টাকা এন্টি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে হবে। দিবারাত্রি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে ফটিকরায়ের প্রেমীদের মধ্যে।

মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে এগিয়ে চল সংঘকে হারালো মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেটে আরো এক ম্যাচে ধরাশায়ী এগিয়ে চলো সংঘ। এবার তাদেরকে হারালো মৌচাক ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত চলতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী শনিবার বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে মুখোমুখি হয় মৌচাক ও এগিয়ে চলো। দুই দলের এই ম্যাচে মৌচাক ৫ উইকেটে পরাজিত করে এগিয়ে চলো কে। সকালে মৌচাক টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় এগিয়ে চলো। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ এগিয়ে চলোর ক্রিকেটাররা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে মৌচাকের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৪১ রানের সাহায্যে আটজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৪৩ রান তুলে এগিয়ে চলো।প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরা দলকে হতাশ করলেও মিডেল অর্ডারে অস্মিতা রায়ের ২০ রান ও অনন্যা দেবনাথের ২৩ রানের সাহায্যেই এগিয়ে চলো এই রান তুলতে সক্ষম হয়। মৌচাকের বোলারদের মধ্যে প্রিয়াঙ্কা আচার্য তিনটি ও পূজা দাস সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেয়। জবাবে মৌচাক ৩৭ ওভারে পাঁচ জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান অনুষ্কা শীলের ৩২ রান ও মিডল অর্ডারে প্রিয়া সূত্রধরের অপরাজিত আটান্ন রানের সাহায্যে এদিন কার্যতো সহজ জয় ছিনিয়ে নেয় মৌচাক।

তিন বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানের !

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানের দল নির্বাচন ঘিরে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, দল নির্বাচনের পর তা পাঠানো হয়েছিল পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির কাছে। তিনি সেই তালিকা নির্বাচকদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, সেরা দলই যেন বেছে নেওয়া হয়। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের তালিকা আরও এক বার পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তৃতীয় বার তালিকা পাঠানোর পর তিনি মঞ্জুর করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

পাক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শক্ত হাতে বোর্ড পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর নকভি। তাই কোনও অন্যায় প্রশ্রয় দিতে চাইছেন না। দল নিয়ে যাতে কোনও বিতর্ক না হয়, তাই নির্বাচকদের কড়া নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে না। তিনি নিজের পছন্দের আমলা এবং সরকারি আধিকারিকদের এনে বোর্ড চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রথম বল হওয়ার আগেই আরও বেড়েছে উত্তাপ।

এ বার সমস্যা তৈরি হয়েছে সম্প্রচার ঘিরে। পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের সম্প্রচারের সময় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যে লোগো দেখানো হয়েছে সেখানে পাকিস্তানের নাম নেই। বিষয়টি নিয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছে তারা।

সম্প্রচারের সময় পর্দার উপরের বাঁ দিকের কোণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লোগো থাকে। সেখানে আয়োজক হিসাবে পাকিস্তানের নামও থাকার কথা। পাকিস্তান-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে সেটি দেখা গেলেও ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে লোগোর নীচে পাকিস্তানের নাম ছিল না। আবার সেটি দেখা গিয়েছে আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে। কেন এই একটি ম্যাচে পাকিস্তানের নাম আয়োজক হিসাবে দেখানো হল না তা জানতে চেয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

সাধারণত ম্যাচের সময় পূর্বনির্ধারিত কোনও গ্রাফিক দেখানো হলে সেটি আগে থেকে তৈরি করে আইসিসি-কে পাঠিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে সেটি না দেখা যাওয়ায় ক্ষিপ্ত পিসিবি। আইসিসি-র তরফে জানানো হয়েছে, প্রযুক্তিগত ভুলের কারণেই এমনটা হয়েছে। ভবিষ্যতে আর এমনটা হবে না। তাতে অবশ্য খুশি নয় পিসিবি।

রোহিতদের বিরুদ্ধে নামার আগে বাড়তি অনুশীলন বাবরদের

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি পাকিস্তানের কাছে মরণ-বাঁচন লড়াই। ওই ম্যাচ হারলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা কঠিন হয়ে যাবে মহম্মদ রিজওয়ানদের জন্য। তাই ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বাড়তি অনুশীলন করলেন বাবর আজমেরা। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৬০ রানে হেরে যায় পাকিস্তান। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে হারলে সেমিফাইনালে ওঠা কঠিন হবে তাদের। তাই দুবাইয়ে পাক ব্যাটারেরা বাড়তি ২০ মিনিট অনুশীলন করলেন। বাবর গত ম্যাচে ৯০ বলে ৬৪ রান করেছিলেন। তিনি দ্রুত রান করলে পাকিস্তান শেষ দিকে লড়াই করার মতো সুযোগ পেতে পারত। সেই বাবরকে অনুশীলনে দেখা গেল সব বোলারের বিরুদ্ধে অন্তত দু'ওভার করে খেলতে। অনুশীলনে শাহিন আফ্রিদি এবং হ্যারিস রউফকে দেখা যায় সাত ওভার করে বল করতে।

পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী কোচ আকিব জাভেদ এবং অধিনায়ক রিজওয়ানকে দেখা যায় বেশ কিছু ক্ষণ আলোচনা করতে। গত ম্যাচে হারের পর দলে কিছু পরিবর্তন করা হতে পারে। ওপেনার ফখর জমানের চোট। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আর কোনও ম্যাচ খেলতে পারবেন না। সেই জায়গায় ইমাম উল হককে দলে নিয়েছে পাকিস্তান।

ভারত-পাক ম্যাচের সব টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ২৯ বছর পর পাকিস্তান কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতার আয়োজক। তবে ভারত-পাক ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিরাপত্তার কারণে ভারতীয় দল পাকিস্তানে যায়নি। রোহিতেরা সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবেন।

কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২১ তম কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ এখন বেশ জমজমাট পর্য্যায়ে। আয়োজক ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন। পুরুষদের ডাবলস ক্যাটেগরিতে বেঙ্গল এবং নাগাল্যান্ড প্রথম সারিতে রয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন আয়োজিত ২১তম কুশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ মালঞ্চ নিবাসস্থিত টেনিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুরুষদের ডাবলসে গ্রুপ এ থেকে বেঙ্গল তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। একই গ্রুপে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে মেঘালয়, দুটি ম্যাচে জয়ী হয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে। গ্রুপ বি থেকে নাগাল্যান্ড ৪ ম্যাচে জয়ী হয়ে ২৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আয়োজক ত্রিপুরা গ্রিন টিম তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। আগামীকাল সেমিফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরা গ্রিন টিম খেলবে বেঙ্গল এর বিরুদ্ধে। অপর সেমিফাইনালে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মিক্সড ডাবলস এবং পুরুষদের সিঙ্গেলস ম্যাচগুলি ক্রমশ চূড়ান্ত পর্য্যায়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। উল্লেখ্য, আজ শনিবার সকাল দশটায় রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর রচির জৈন, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারি অপু রায়, মেঘালয় টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক ভিকি ভাদেরা, ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, সম্পাদক সুজিত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল বিকেল চারটায় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, এই সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

সেল্টিকের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলকে হারাতেও সংযুক্তি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল বায়ার্ন মিউনিখকে। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল তারা। তবে ফেইনুর্ডের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে এসি মিলানকে। শেষে ষোলোয় উঠেছে ক্লাব ব্রুজ এবং বেনফিকাও।

প্রথম পর্বে স্কটল্যান্ডে সেল্টিককে ২-১ গোলে হারিয়েছিল বায়ার্ন। তবে মঙ্গলবার রাতে মিউনিখে নিকোলাস কুয়েনের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর দিকে এগোচ্ছিল। তবে আলফোন্সো ডেভিসের গোলে তা হয়নি। ম্যাচ ১-১ ফলে শেষ হয়। সব মিলিয়ে ৩-২ জিতে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নেয় বায়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় সফলতম ক্লাব মিলান মঙ্গলবার ১-১ ড্র করেছে ফেইনুর্ডের বিরুদ্ধে। তবে প্রথম পর্বে ০-১ হারায় তারা ছিটকে গিয়েছে। মিলানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সান্তিয়াগো জিমেনেজ, যিনি গত মাসেই ফেইনুর্ড থেকে মিলানে যোগ দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মিলানের থিয়ো হের্নান্দেসকে। ৭৩ মিনিটে ফেইনুর্ডের জুলিয়ান কারাঞ্জা গোল শোধ করেন।লিসবনে, বেনফিকা এবং মোনাকোর ম্যাচ শেষ হয়েছে ৩-৩ ব্যবধানে। তবে সব মিলিয়ে ৪-৩ জিতে প্রি-কোয়ার্টারে গিয়েছে পর্তুগালের ক্লাব।

অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলো চাম্পামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। শনিবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় চামপামুড়া ও এডি নগর। শিরোপা দখলের এই লড়াইয়ে এদিন চাম্পামুড়া তিন উইকেটে প্রতিপক্ষদের হারালো। সকালে টুর্নামেন্টের রানার্স দল এডি নগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের তিন বল বাকি থাকতেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৭১ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২২ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। এডি নগরের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ময়ূর চৌধুরীর ৪২ রান ও দিব্যজ্যোতি ধরের মারমুখী ৩৯ রানের সাহায্যেই এই রান তুলে। চাম্পামুড়ার বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে ইনিংসে দুটি করে উইকেট পেল সন্দীপন দাস ও অর্পিতা দেবনাথ। জবাবে জয়ের জন্য ১৭১ রানের টার্গেট নিয়ে চাম্পামুড়া ব্যাট করতে নেমে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৭৩ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে শিরোপা দখল করে নেয়। মিডিল ওর্ডারে সন্দীপন দাসের অপরাজিত ৫১ রান ও আকাশ দেবনাথ এর ৪২ রানের সাহায্যেই এদিন এডি নগরকে সহজে হারিয়ে শিরোপা দখল করলো চাম্পামুড়া।

আজ মহারণ, মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে উত্তেজক ম্যাচ হচ্ছে রবিবার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত এবং পাকিস্তান। এক দিনের ক্রিকেটে এক সময় ভারতের উপর ছড়ি ঘোরাত পাকিস্তান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই দাপট অনেকটাই খর্ব হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ ছ'টি এক দিনের ম্যাচের পাঁচটিই জিতেছে ভারত। একটির ফলাফল হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে এই ফরম্যাটে পাকিস্তানের শেষ জয় ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। তা ছাড়া, এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হেরে আরও চাপে রয়েছে পাকিস্তান। তবে এই ম্যাচে কিছু ব্যক্তিগত দ্বৈরথের দিকে সকলেরই নজর থাকবে। সেগুলির বিশ্লেষণ করল আনন্দবাজার অনলাইন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এই একটি দ্বৈরথের দিকে সকলেই তাকিয়ে থাকেন। বাঁ হাতিদের বিরুদ্ধে রোহিতের দুর্বলতার কথা কারও অজানা নয়। তাই কী ভাবে রবিবার শাহিনের মোকাবিলা রোহিত করেন তার দিকে নজর থাকবে। পরিসংখ্যান বলছে, শাহিনের বিরুদ্ধে ৫৬ বলে ৪৮ রান করেছেন রোহিত। পাক পেসার দু'বার আউট করেছেন ভারত অধিনায়ককে। স্ট্রাইক রেটও নেহাত মন্দ নয়। ফলে রোহিত যে খুব আতঙ্কিত থাকবেন এমন ভাবার কারণ নেই। দু'জনেই একে অপরের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক বার খেলেছেন, তাই অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে। যে হেতু বাঁ হাতিদের বিরুদ্ধে রোহিতের দুর্বলতা এখনও যায়নি, তাই এই লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারেন শাহিন।

দু'জনেই তরুণ। দু'জনেই তেজিয়াল। তবে এখন দু'জনের ক্রিকেটগ্রাফ দুই দিকে এগোচ্ছে। ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়ার সময় ১৫০ কিলোমিটারে বল করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন নাসিম। তাঁকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রতিভা বলা হচ্ছিল। সেই খ্যাতি আগেই খুইয়েছেন নাসিম। বলের গতি যেমন কমেছে, তেমনই দলেও নিয়মিত নন এখন। তবে রবিবারের ম্যাচে তিনি ছাড়া গতি নেই পাকিস্তানের। শাহিনের পাশে নতুন বলে তাঁকেই শুরু করতে হবে। অন্য দিকে, ক্রমশ নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন শুভমন। এক দিনের ক্রিকেটকে নিজের পছন্দের ফরম্যাট বানিয়ে ফেলেছেন। প্রথম ম্যাচেই শতরান করে দলকে জিতিয়েছেন। তার আগে ইংল্যান্ড সিরিজেও শেষ ম্যাচে শতরান করেছেন। দুই ক্রিকেটারের মুখোমুখি সাক্ষাতে এক বারও আউট হননি শুভমন। নাসিমের ১৭টি বল ১১ রান করেছেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রউফকে কোহলির জোড়া ছক্কা মারার দৃশ্য কে ভুলবে! এখনও সমাজমাধ্যম অহরহ সেই ঘটনার ভিডিয়ো পাওয়া যায়। তবে এক দিনের ক্রিকেটে রউফের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ বল খেলে দু'রান করেছেন কোহলি। যে হেতু তিনি প্রথম পরিবর্ত হিসাবে বল করবেন, তাই কোহলির সঙ্গে তাঁর মোলাকাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোহলির বিরুদ্ধে পুরনো হিসাবে নিশ্চয়ই মিটিয়ে নিতে চাইবেন রউফ। এমনিতেই কোহলি খুব একটা ফর্মে নেই। ইংল্যান্ড সিরিজ বা বাংলাদেশ ম্যাচে বড় রান পাননি। পাকিস্তান ম্যাচকে রানে ফেরার মঞ্চ হিসাবে কাজে লাগাতে পারেন। রানে ফেরা আটকানোর ভার থাকবে রউফের কাঁধে। তবে খরুচে বোলার হিসাবে পরিচিত রউফকে নিজের সেরাটা দিতে হবে।

এক দিনের ক্রিকেটে এখনও শামি বল করেননি বাবরকে। তবে রবিবারের ম্যাচে দু'জনের মোলাকাত হতে চলেছে। জসপ্রীত বুমরাহ না থাকায় নতুন বলে শুরু করছেন শামি।

এক দিনের ক্রিকেটে মাঝের দিকের ওভারের গুরুত্ব অপরিসীম। জেতা-হারা ঠিক হয়ে যায় এই সময়েই। আর সেই ওভারগুলিতেই বল করেন জাডেজা। বাংলাদেশ ম্যাচে উইকেট পাননি ঠিকই। কিন্তু ওভারপ্রতি চারের সামান্য বেশি রান দিয়েছেন। ব্যাটারদের রানের গতি আটকে দেওয়ার জন্য জাডেজার বল কার্য্যকরী। দরকারের সময় ব্যাট হাতেও খেলে দিতে পারেন। একই কাজের দায়িত্ব রয়েছে পাকিস্তানের আঘার। আগের ম্যাচে মাত্র তিন ওভার বল করেছেন। তবে ব্যাট হাতে ২৮ বলে ৪২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। ক্রিজে টিকে থাকলে দলের জয়ের সম্ভাবনা বাড়ত। তবে অভিজ্ঞতার বিচারে এই দ্বৈরথে এগিয়ে থাকবেন জাডেজাই।

অনায়াস জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

এক দিনের ক্রিকেটে মুখোমুখি সাক্ষাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত দু'টির বেশি ম্যাচ জিততে পারেনি আফগানিস্তান। শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তার ব্যতিক্রম হল না। রায়ান রিকেলটনের শতরান এবং বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগানিস্তানকে অনায়াসে ১০৭ রানে হারিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গ্রুপ বি-তে দুর্বলতম দল আফগানিস্তানই। তবে সাম্প্রতিক কালে বড় দেশগুলিকে হারানোর ইতিহাস রয়েছে তাদের। যদিও শুক্রবার করাচিতে রশিদ খানেরা মন জয় করতে পারলেন না। ম্যাচের আগাগোড়াই দাপট দেখালেন প্রোটিয়া ক্রিকেটারেরা। একা রহমত শাহের লড়াই ছাড়া তাদের পক্ষে বলার মতো কিছুই নেই।

টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। এ দিন ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন রিকেলটনকে। সেই আস্থার দাম রাখলেন তরুণ ব্যাটার। শুরুতে টনি ডি'জর্জিকে (১১) হারালেও রিকেলটন এবং বাভুমা জুটি গড়েন। দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনের ১২৯ রানের জুটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে শক্তি ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। বাভুমা (৫৮) ফিরলেও রিকেলটন (১০৩) শতরান করে যান।

এর পর দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে যাঁরাই ব্যাট করতে এসেছেন, কিছু না কিছু অবদান রেখেছেন। রান পেয়েছেন রাসি ভান ডার ডুসেন (৫৮), এডেন মার্করাম (অপরাজিত ৫২)। তিনশো রানের গন্ডি পার হয় মার্করামের ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যেই।

৩১৬ রানের বড় লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে আফগানিস্তানকে দেখে কোনও সময়েই মনে হয়নি ম্যাচ জিততে পারে তারা। বড় রান তাড়া করতে গেলে দরকার বড় জুটি।

সেটাই করতে পারেননি রশিদেরা। শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে আফগানরা। একটিও ৫০ রানের জুটি নেই। একমাত্র লড়াই করেছেন রহমত। অপর দিক থেকে একের পর উইকেট পড়লেও তিনি ক্রিজ কামড়ে পড়ে থেকেছেন। তবে শেষ দিকে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে তাঁরও। আর একটু পড়ে থাকলেই শতরান করতে পারতেন। তা না করে ৯০ রানে ফিরে যান রহমত। বাকি কোনও ব্যাটার ২০ রানও করতে পারেননি।

সিনার কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন জোকোভিচ

ইয়ানিক সিনারের ডোপিং কাণ্ডে তিন মাসের নির্বাসন নিয়ে কম বিতর্ক চলছে না। গত বছর দু'বার তিনি ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কয়েক দিন আগে ইটালির তারকা যিনি বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে আছেন, নির্বাসনের শাস্তি মেনে নেন। এর পরেই শুরু হয় বিতর্ক। বিশ্বের একাধিক নামী তারকা ক্ষোভ উগরে দেন এই ঘটনায়। তাঁদের মনে হয়, সিনারকে গুরু পাপে লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এ বার ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী জোকোভিচ বললেন, "টেনিসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে এই ঘটনায়। আমার সঙ্গে অনেক খেলোয়াড়েরই কথা হয়েছে। শুধু গত কয়েক দিন ধরে নয়, কয়েক মাস ধরে। সিনারের ব্যাপারটা যে ভাবে সামলানো হয়েছে তাতে একেবারেই খুশি নয় তারা।" তিনি আরও বলেছেন, "বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই মনে করে এই ঘটনায় পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। যেন নামী কোনও খেলোয়াড় হলেও ফলাফলের উপরে প্রভাব ফেলা যায়।"

সাধারন জনগণকে বঞ্চিত করে খোয়াই ধলাবিলে রাতের অন্ধকারে পুড়ল জীবনদায়ী ওষুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতি বছর ওষুধ ক্রয় করছে হাসপাতাল এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর জন্য। যাতে সাধারণ মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু খোয়াইতে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। রাতের অন্ধকারে পুড়ছে একের পর এক জীবনদায়ী ওষুধ। খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসটি রয়েছে ধলাবিলেই। সেখানেই স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিসিন স্টোরটিও রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেই লক্ষ লক্ষ টাকার জীবনদায়ী ওষুধ পুড়ানো হলো রাতের অন্ধকারে। প্রশ্ন তুলছেন জনগণ। শুধু এক জায়গায় নয়, বেশ কয়েকটি স্থানে একই কায়দায় ওষুধ পুড়ানোর ঘটনা জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। প্রশ্ন উঠছে কেন এত পরিমানে মুল্যবান ইনজেকশন, সেলাইন, ওআরএস পুড়ানো হলো? কেন সাধারণ গরীব অংশের মানুষ এই ওষুধগুলো থেকে বঞ্চিত হলো? জনগণের আরও অভিযোগ যে, চেবরী, ধলাবিল এবং খোদ খোয়াই জেলা হাসপাতালের ওষুধও এভাবেই লোক চক্ষুর আড়ালে ছড়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ডাক্তার বাবুরা এই ওষুধগুলো তাদের প্রেসক্রিপশনে লিখেন না। প্রাইভেট নিয়ে ব্যতীব্যস্ততায় উনারা সরকারী ওষুধের বিষয়টি মনেই করতে পারেন না, তাহলে লিখবেন কিভাবে!

এছাড়া যে ওষুধগুলো পুড়ানো হয়েছে, খোঁজ নিয়ে জানা যায় সেগুলো মেয়াদোত্তীর্নও নয়। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাস অবধি মেয়াদ রয়েছে এমন ওষুধও রাতের অন্ধকারে পুড়লো খোয়াই ধলাবিলের যত্রতত্র। যদিও গোটা বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক বৃদ্ধা। আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ ইটভাট্টার সামনে ওই দূর্ঘটনায় স্থানীয় মানুষ দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত বৃদ্ধার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ ইটভাট্টার সামনে রাস্তা পারাবারের করতে গিয়ে এক স্কুটি বৃদ্ধা কাজল দাসকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতো রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধা। ওই দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই মহিলা। স্থানীয় মানুষ দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত বৃদ্ধার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

আত্মনির্ভর হওয়ার মানসিকতা নিয়ে যুবাদের বড় হওয়ার পরামর্শ ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। আত্মনির্ভর হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্যের ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সকালে বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক চিন্তন দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলার সংকল্প নেওয়া হয়ে থাকে। যেকোন কাজেই সবার অংশগ্রহণ যাতে থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিবাহরোধ ও নেশার বিরুদ্ধে লড়াই আজকের দিনে মূল ভাবনা হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে অনেক সম্পদ রয়েছে। একে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। গত দু''বছরে বিদ্যালয়স্তরে খেলাধুলায় রাজ্যের পক্ষে অনেক পদক এসেছে। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরার মতো এক ছোট রাজ্যের অনেক সফলতা রয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত বলেন, খেলাধুলা এখন শিক্ষারই একটি অংশ। স্কাউটস ও গাইডসরা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। তিনি বলেন, রক্তদান একটি মহৎ সেবামূলক কাজ। রক্তদানের মতো মহৎ কাজে বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, স্কাউটস ও গাইডসরা বিভিন্নভাবে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করে থাকে। বাল্যবিবাহ রোধ, নেশামুক্ত সমাজ গঠনে স্কাউটস ও গাইডসরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রাজ্য পুলিশের ডিআইজি প্রবীর মজুমদার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, স্কাউটস ও গাইডসদের কাজ হচ্ছে যেকোন ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো যেকোন ধরণের সংকটে মানুষদের উদ্ধার করা স্কাউটস ও গাইডস''র একটা বড় কাজ। এজন্য তাদের সব সময় মানসিকভাবে তৈরী থাকতে হবে। স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্কাউটস ও গাইডসদের আরও বেশি ইউনিট খোলার জন্য উদোগ নেওয়া হয়েছে। এনএসএস, এনসিসি''র মতো স্কাউটস ও গাইডসদেরও ব্যাপক প্রসার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে এবছর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা ড. ভারতী নিগম, খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অব এক্সিলেন্সের এইচপিডি ড. সূর্যকান্ত পাল উপস্থিত ছিলেন।

সিপিএম সহ অন্যান্য দল ছেড়ে ১১৬ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। পূর্ব ভান্ডারীমা এলাকায় বিভিন্ন দল ছেড়ে ৪০ পরিবারের ১১৬ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদেরকে বরণ করে নিয়েছেন দলের নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

আজ কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব ভান্ডারীমা এলাকায় আইপিএফটি, তিপরা মথা, সিপিএম ছেড়ে ৪০ পরিবারের ১১৬ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করে। তাদের বিজেপিতে বরণ করে নিয়েছেন দলের নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

শিক্ষক অজন্ত রায়ের এক অভিনব উদ্যোগ ঃ "এসো কথা বলি"

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। বর্তমান সমাজ একাকিত্বের শিকার, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জনসংযোগ দিলেও বাস্তবে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে। কথা বলার প্রয়োজনীয় মানুষের অভাব আর এর ফলস্বরূপ সামাজিক ব্যাধির বিস্তার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাতনালা দ্বাদশের শিক্ষক শ্রী অজন্ত রায় নিয়ে এলেন একটি অভিনব উদ্যোগ — "এসো কথা বলি"।

রাজ্যের অন্যতম প্রখ্যাত শিক্ষক শ্রী অজন্ত রায় তাঁর এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান, যেখানে সামাজিক সমস্যা যেমন বাল্য বিবাহ, নেশার রমরমা, স্কুল ড্রপআউট, এবং সামাজিক অসাম্যতা নিয়ে কথা বলা হবে।

আজ দশদা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম সাতনালা গ্রামের একটি এলাকায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মতো বিষয়ে প্রায় পঁচিশ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন।

অজন্ত রায় বিশ্বাস করেন, একজন শিক্ষক শুধু বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং তিনি সরাসরি মাঠে নেমে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারেন। তাঁর মতে, আজকাল মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগেই একের পর এক অসামাজিক কর্মকাণ্ড ঘটছে। বর্তমান সময়ে মানুষের হাতে আর সময় নেই একে অপরের সঙ্গে কথা বলার। সবাই এখন মোবাইলের নিচে বন্দী হয়ে পড়েছে, ফলে সম্পর্কের গভীরতা কমছে।

এই কারণেই কাঞ্চনপুর সাতনালা এলাকা, যা শ্রী রায়ের কর্মস্থলও, সেখানে তিনি "এসো কথা বলি" কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ফের আগরতলা রেলস্টেশন থেকে গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ২১ কেজি ৭৫০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লক্ষাধিক টাকা হবে। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশনে দিয়ে বহি:রাজ্যে গাঁজা পাচার করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে জিআরপি এবং আর পি এফ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। সেই অভিযানে আমতলী বৈষ্ণবটিলা এলাকার বাসিন্দা রাজ কুমার সরকার নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ২১ কেজি ৭৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য ২ লক্ষাধিক টাকা হবে।

রতিয়া বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ দেখলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। কল্যাণপুর নর্থ ঘিলাতলী রতিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন দ্বিতল পাকা ভবনের কাজ শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮ কক্ষ বিশিষ্ট এই ভবনটি নির্মাণ করা হবে। গত শনিবার, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এবং পূর্ত দপ্তরের একাধিক ঊর্ধতন কর্মকর্তা ভবন নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লক্ষণ গোস্বামী, এক্সেকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত দাস, এস ডি ও সুমন দাসসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি নির্মিত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেচেন তিনি, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন হয়।

এদিকে, নতুন ভবনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আধুনিক পরিবেশ নিশ্চিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পাখিদের পানীয় জলের জন্য অভিনব উদ্যোগ নিলেন অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। পাখিরা প্রকৃতির একটি অংশ। পাখিদেরও জলের প্রয়োজন। তাই পাখিদের পানীয় জলের জন্য ব্যবস্থা করলেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

প্রসঙ্গত, আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রচন্ড গরম পড়ে যাবে। পাখিদের জন্য জলের প্রয়োজন। পাখিরা পুকুরে নেমে জল খেতে পারবে না। কিংবা রাস্তার পাশে ড্রেন থেকেও নোংরা জল খাওয়া সম্ভব হয় না। তাই রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন পাখিদের পানীয় জলের জন্য অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

তিনি পুরো পরিষদের সাহায্য নিয়ে ধর্মনগরে নেহেরু পার্কে এবং সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাদের উপরে কয়েকটি গামলা বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী নেহেরু পার্কে গামলা বসানো হলো বিশ্ববন্ধু সেনের হাত দিয়ে। প্রতিনিয়ত জল দেওয়া থাকবে সেই গামলার মধ্যে। সেখানে এসে পাখিরা জল খাবে বলে জানালেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই রাবার বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে রাবার বাগান ।ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনেই পুড়েছে রাবার বাগানটি। গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া দক্ষিণ গকুলনগর ভিলেজে ষষ্ঠী দেববর্মার বাগান আগুনে পুড়ে গেছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া দক্ষিণ গোকুলনগর ভিলেজের বাসিন্দা ষষ্ঠী দেববর্মা তার নিজ জায়গায় রাবার চাষ করার মাধ্যমে পরিবার প্রতিপালন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ রাবার গাছ রয়েছে তার রাবার বাগানে। এই রাবার চাষী ষষ্ঠী দেববর্মার কাছে খবর যায় রাবার বাগানে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই খবর পাওয়া মাত্রই তিনি তড়িঘড়ি রাবার বাগানে ছুটে গিয়েছে এবং স্থানীয় অন্যান্য লোকজনদের সহযোগিতায় আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। এদিকে, খবর দেওয়া হয়েছে দমকলবাহিনীকে। কিন্তু দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজনেরা তাদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে তার রাবার বাগানের প্রায় ৬০-৭০ টি রাবার গাছ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রাবার মালিক জানিয়েছেন, ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দু থেকে আড়াই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে এই ঘটনার পেছনে কারা দায়ী থাকতে পারে সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেনা। এই দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ঘটানো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ধর্মনগরে ফের দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে ধর্মনগরস্থিত রাজবাড়ি স্টেশন রোডের এক গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে স্বর্নালঙ্কার সহ নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ধর্মনগরস্থিত রাজবাড়ি স্টেশন রোডের স্বপ্না দের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। স্বপ্না দে এবং তার পরিবারের সদস্যরা একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। আজ সকালে স্থানীয় মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের মূল ফটক খোলা রয়েছে।তাছাড়া ঘরের আলমারির ভাঙ্গা এবং ঘরের সকল জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে স্থানীয়রা বাড়ির মালিক এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। খরব পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীকে ফোনে হুমকির ঘটনায় ধৃত ৫

মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে ফোনে হুমকির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার এবং আরও ৪ জনকে আটক করল পুলিশ। 'ডি কোম্পানি'র প্রদীপ বলে যে ব্যক্তি ফোন করেন শাহদত শেখ। আদতে মালদার বাসিন্দা ওই যুবক কৃষ্ণেন্দুকে হুমকি ফোন করার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় মোট পাঁচ জনের যোগ রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। বাকি চার জনকে আটক করা হয়েছে।

ফটিকরায়ে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট : মন্ত্রী সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে ডে-নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। শনিবার ফটিকরায় স্কুল মাঠে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে ফটিকরায় ডে-নাইট ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ। আগামী দুই মার্চ থেকে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠে বসছে দ্বিবা-রাত্র এই ক্রিকেটের আসর। খেলায় চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য থাকবে নগদ এক লক্ষ টাকার পুরুস্কার, রানার্স দল পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার। শনিবার ফটিকরায় স্কুল মাঠে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

তিনি জানান, তরুন প্রজন্মকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে এবং মাঠমুখী করতেই এই উদ্যোগ। গঠন করা হয়েছে শক্তিশালী কমিটি। শুরু হয়েছে ফটিকরায় স্কুল মাঠ সংস্কারের কাজ। আর এই টুর্নামেন্ট কে কেন্দ্র করে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

মিউজিয়ামের ভেতর ছবি তুলে নিয়ম ভেঙেছে বহি:রাজ্যের এক ব্লগার, মামলা দায়ের করে ওয়াইটিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ।। উজ্জয়ন্ত মিউজিয়ামের ভেতর ছবি তুলে নিয়ম ভেঙেছে বহি:রাজ্যের এক ব্লগার। এমনটাই অভিযোগ তুলে ওই ব্লগারের বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করে ওয়াইটিএফ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক কর্মী বলেন, গত কিছু দিন আগে রাজ্য সরকার বহি:রাজ্যের ব্লগারকে ডেকে এনে স্টেট মিউজিয়ামের ভেতরে গিয়ে ছবি তুলে ভাইরাল করে। যেখানে ছবি তোলা মানা। সেই জায়গায় কিভাবে ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করেছে। এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ওয়াই টি এফ। আজ এরই প্রতিবাদে ওয়াই টি এফের পক্ষ থেকে পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কার্তুজ-কাণ্ড: ধৃতদের নিয়ে বিবাদী বাগের বন্দুকের দোকানে এসটিএফ

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ক্যানিংয়ের জীবনতলায় ডাঁই করা কার্তুজ মিলেছিল। উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে নেমে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের স্ক্যানারে উঠে আসে বিবাদী বাগের একটি বৈধ বন্দুকের দোকানের নাম। দোকানের দুই কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়। ফের শনিবার সকাল থেকে সেই দোকানে হানা দেয় এসটিএফের টিম। ওই দোকানের ধৃত দুই কর্মী শান্তনু সরকার ও জয়ন্ত দত্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে অভিযান।

সূত্রের খবর, এ দিন সেই দোকানের রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হয়। গত কয়েক বছরে ওই দোকান থেকে কোন লাইসেন্সে কত কার্তুজ ইস্যু হয়েছে, কোন লাইসেন্সে কত বন্দুক বিক্রি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। এর আগে শুক্রবার প্রায় ৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দোকানের স্টক খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি জীবনতলার ঈশ্বরীপুর এলাকায় হানা দেয় এসটিএফ। হাজি রশিদ মোল্লা নামে বছর সত্তর বয়সি এক বৃদ্ধের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ কার্তুজ, একটি ডাবল ব্যারেল বন্দুক। হাজি রশিদকে রাতেই গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে জেরা করতেই উঠে আসে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের আশিক ইকবাল গাজি, আব্দুল সেলিম গাজি, নদিয়ার শান্তিপুরের জয়ন্ত দত্তের নাম। সকলকেই গ্রেফতার করা হয়। এর পরই ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয় বারুইপুর থানার চম্পাহাটির শান্তনু সরকারকে।

অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে ধৃত ২

বাঁকুড়া ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়া জেলা জুড়ে অবৈধভাবে বালি পাচারের ঘটনা অব্যাহত বলে অভিযোগ। তবে পুলিশের তৎপরতায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা ধরা পড়ছে। শুক্রবার রাতে কোতুলপুর থানার পুলিশ অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগে একটি লরি আটক করে এবং দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আসা একটি বালি বোঝাই লরিকে নাকা পয়েন্টের কাছে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকার জন্য লরি চালক ও সহকারীকে আটক করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas